মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা

বিবিধ অনুষঙ্গ

রফিক রইচ
এ কে আজাদ

মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা
বি বি ধ অ নু ষ ঙ্গ

রফিক রইচ
এ কে আজাদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা
বি বি ধ অ নু ষ ঙ্গ

রফিক রইচ
এ কে আজাদ

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা
বি বি ধ অ নু ষ ঙ্গ
রফিক রইচ
এ কে আজাদ

প্রকাশনায়
সৃষ্টি প্রকাশন, বগুড়া
০১৯১১৬২১৮৩২, ০১৭১০-১৮৬৯৩০
sristi.bogra@yahoo.com

প্রকাশকাল
আগস্ট, ২০১১

প্রচ্ছদ
নাহিদ জিবরান

মুদ্রণ
চয়েস প্রিন্টিং প্রেস
চক যাদু ক্রস লেন, প্রেসপট্টি, বগুড়া

স্বত্ব :
বেবী মোশাররফ
নূসরত জাহান সুখী
নূরই জান্নাত বিপা

মূল্য
ষাট টাকা

MOSHARRAF HOSSAIN KHANER KABITA:
BIBIDH ONUSHANGO
By Rafique Roich & A K Azad
Published by Sristi Prokashon, Bogra, Bangladesh
Cover: Nahid Zibran, Published in August, 2011
Price: TK 60.00 only, US $ 5.00, RS 55.00

www.pathagar.com

প্র ব ন্ধ ক্র ম

রফিক রইচ

মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা ঃ
প্রেক্ষিত মানুষ এবং মানুষের পৃথিবী ॥ ৯
মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায়
ইতিহাস সচেতনতা ও ধর্মবোধ ॥ ১৭

এ কে আজাদ

মোশাররফ হোসেন খানের
কবিতায় বিশ্বমানস ॥ ২৭
মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা
প্রসঙ্গঃ উপমার ব্যঞ্জনা ॥ ৩৯
মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা
এবং আদিগন্ত কোমল দেশপ্রেম ॥ ৪৮
মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় নারী ॥ ৫৯

পরিশিষ্ট

মোশাররফ হোসেন খানের জীবনপঞ্জি ॥ ৬৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্বপাঠ

কবি মোশাররফ হোসেন খানের বিস্ময়কর উত্থান আমরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি। বাংলা সাহিত্যে ইতিমধ্যেই তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কবিতায় তিনি বেগবান স্রোতের মত। দ্রোহ, প্রেম, জিজ্ঞাসা, রহস্য, দর্শন, আত্মসন্ধান, মানুষ, প্রকৃতি পৃথিবী ও মহাকাশ তাঁর কবিতায় সমুপস্থিত। আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায়ঃ "মোশাররফ হোসেন খানের আরেকটি বিস্ময়কর – বিস্ময়কর তাঁর বয়সের পক্ষে – বিশিষ্টতা এই যে মানুষকে তিনি স্থাপন করেছেন চরাচরের বিশাল পটভূমিকায় ঃ সূর্য, নক্ষত্র, আলোকবর্ষ, জীন, ফেরেশতা তাঁর কবিতায় এতো স্বতঃস্ফূর্ত যে মনে হচ্ছে বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছেন কোনো নবীন জুলে সুপেরভিয়েল।" [দরোজার পর দরোজা]

দার্শনিক দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফ বলেছেন, "তাঁর কবিতায় দর্শন, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসন্ধান ও রহস্য বিস্ময়করভাবে স্থান পেয়েছে।" কথাশিল্পী শাহেদ আলীর ভাষায়–"মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা যেমন তারুণ্যে দীপ্ত তেমনি তাঁর কথাসাহিত্যও এক অসমান্য সৃষ্টি। তিনি আমাদের কবিতা ও কথাসাহিত্যের পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।" কবি আল মাহমুদ মনে করেন–"মোশাররফ হোসেন খান প্রকৃত অর্থে একজন মৌলিক আধুনিক কবি।" এমনিভাবে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বিদগ্ধ পাঠক-সমালোচকগণ বহু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। এবং এই আলোচনার ধারা এখনও অব্যাহত আছে।

কবিতা ছাড়াও মোশাররফ হোসেন খান সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় বিচরণ করেন সম্রাটের মত। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, সাহিত্যের কলাম, শিশুসাহিত্য, জীবনী–কোনোটাই তাঁর আয়ত্তের বাইরে নয়। তিনি যখন যেটাই লেখেন–সেটাই হয়ে ওঠে সাহিত্যের একটি অনিবার্য পাঠ্য। বিষয়বৈচিত্র্য, ভাষা, টেকনিক–সব মিলিয়ে মোশাররফ হোসেন খানের হাতে আমাদের সাহিত্য পেয়েছে এক নতুন প্রাণ।

শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে কবিতার অনিবার্য পতন থেকে যারা মুক্তি দিয়েছেন, তাঁদের ভেতর অন্যতম মোশাররফ হোসেন খান। আজ তিনি আশির কবিদের শীর্ষে অবস্থান করছেন। সমালোচকদের দৃষ্টিতে–মোশাররফ হোসেন খান কেবল আশির দশকের শ্রেষ্ঠ কবি নন, সমগ্র বাংলা কবিতায় তিনি অত্যন্ত জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ এক কবি।

অপরিমেয় মেধাবী এই মৌলিক কবি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৭ সালের ২৪শে আগস্ট, যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার অন্তর্গত কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত বাঁকড়া গ্রামের একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে। পিতা ডা. এম এ ওয়াজেদ খান একজন কবি, শিক্ষানুরাগী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ছিলেন। মা–বেগম কুলসুম ওয়াজেদ। সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। বড় ভাই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আবু সাঈদ। ছোট ভাইগুলোও উচ্চশিক্ষিত এবং অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত।

তাঁর সাহিত্যের যাত্রা শুরু সেই কৈশোরে। পিতা ছিলেন তাঁর আগ্রহী পাঠক। পিতার অকৃপণ উদারতা এবং প্রশ্রয়ে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছেন তিনি শব্দের সমুদ্র বেয়ে।

www.pathagar.com

সেই তো শুরু। তারপর পাথর কেটে কেটে, রক্তনদী পার হয়ে, বন্ধুর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আজ তিনি উপস্থিত হয়েছেন সাহিত্যের এই কূল-সীমানায়।

কর্মজীবনও তাঁর সাহিত্যের মত বৈচিত্র্যময়। শিক্ষকতা, সম্পাদনা ও সাংবাদিকতা দিয়ে শুরু হয়েছিল কর্মজীবনের পথ চলা। বহু বাঁক পেরিয়ে এখনো তিনি পেশায় একজন সম্পাদক। লেখাটাকেও তিনি পেশার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এক সময় মেতে ছিলেন যশোরে, সাহিত্য সংগঠন এবং সাহিত্যের কাগজ নিয়ে। দাবানল, প্রস্তুতি, সাপ্তাহিক মুজাহিদের সাহিত্য বিভাগ এবং নবীনের মাহফিল সম্পাদনা ছাড়াও বিভিন্ন সাহিত্য কর্মে ছিলেন সদা ব্যস্ত। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় পাড়ি জমাবার পর রাজধানীর বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে গড়ে ওঠে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। এখনো তিনি বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি সংস্থা এবং সাহিত্য আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত।

সার্বক্ষণিক লেখক বলতে যা বোঝায়–তিনি তাই। আপদমস্তক একজন কবি, এবং নিঃসন্দেহে একজন ব্যস্ত কবি। অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় তাঁর নিয়মিত উপস্থিতিতে সেই সত্যই প্রমাণ করে। কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, তারুণ্য–সর্বোপরি তাঁর সাহিত্যপ্রেম-সে এক বিস্ময়কর অধ্যায়ই বটে।

তাঁর কবিতা এবং সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত লিখেছেন এদেশের বহু প্রাজ্ঞ সমালোচক, ডক্টর, অধ্যাপক এবং কবি-সাহিত্যিক। তাঁর ওপর যতোটা লেখা-লেখি হয়েছে–আর কোনো তরুণ–এমনকি বহু প্রবীণ লেখকের ভাগ্যেও তা জোটেনি। এখনতো তিনি সাহিত্যের এক ঈর্ষণীয় উপত্যকায় বিচরণ করছেন।

তিনি কবি। টান টান ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক সাহসী কবি। অন্যায়, অপমান, অতি চালাকী, অনাদর্শ এবং মানবতাহীনের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা সোচ্চার। তিনি অকপট এবং স্পষ্টভাষী। একজন যথার্থ কবির মত তিনিও নিঃসঙ্গ। অপরিসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সাহস এবং তারুণ্যের এক জ্বলন্ত শিষ–কবি মোশাররফ হোসেন খান। তাঁর ঐকান্তিক শ্রম আর সাধনায় বাংলা সাহিত্য যেমন পেয়েছে গৌরবজনক সম্মান, তেমনি এই দেশ ও এই জাতিও হয়েছে গৌরবান্বিত।

তাঁর কবিতা ইংরেজি, আরবী, উর্দু, হিন্দী ও গুজরাটিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

পুরস্কার কিংবা সম্বর্ধনাই কেবল সাহিত্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি নয়। সাহিত্যের মানদণ্ড–শেষ পর্যন্ত সফল সৃষ্টি। এদিক থেকে বিবেচনা করলে মোশাররফ হোসেন খান যথার্থই একজন সফল এবং স্বার্থক কবি।

মোশাররফ হোসেন খানের নামটি উচ্চারণ করতেই এখন আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে এই সময়ের একজন দীপ্যমান শ্রেষ্ঠ কবির রৌদ্রকরোজ্জ্বল অবয়ব।

বস্তুত ক্রমবর্ধমান–সদাচলিষ্ণু বেগবান এক দুঃসাহসী কবির নাম–মোশাররফ হোসেন খান।

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খানের কবিতাঃ প্রেক্ষিত মানুষ এবং মানুষের পৃথিবী

রফিক রইচ

আমার এক বন্ধু আছে। বন্ধুটি প্রতিটি কাজেকর্মে যারপরনাই খুত খুতে স্বভাবের। একটি কাজ ও এক নিমিষে কখনো করেছে সেটা আমি ভুল করেও দেখিনি কোনদিন। আজও দেখি না। যেমন, ও কোথাও আমার সাথে বাইরে বেরুবে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে কম করে হলেও ঘন্টা খানেক সময় নেবে। এর মধ্যে সে প্যান্ট, শার্ট বেশ কয়েকবার অদল বদল করবে ড্রেসিং টেবিলের সামনে। ঘুরে ঘুরে দেখবে নিজেকে। মাথায় চিরুনি করবে কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছ'বার। ড্রেসিং টেবিলের সামনে ও যখন নিজেকে ফিট মনে করবে তখন বলবে-সরি দোস্ত চল এবার হয়েছে। একবার ওর সাথে একটি ফুলদানি কিনতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে ওকে প্রায় মারতেই বসেছিলাম। এত সময় লাগে একটি ফুলদানি কিনতে! ও অকপটে বলেছিল- সহজেই সুন্দর পায় না এ মন, তাই খুঁজি আমি, খুঁজি বহুক্ষণ।

সত্যিকার অর্থেই একজন অনবদ্য কবি তার কবিতার ক্ষেত্রে এ কাজটি করেন। শব্দ কেটে শব্দের ওপরে শব্দ বসিয়ে, বাক্য কেটে বাক্যের ওপর বাক্য বসিয়ে, ছন্দ কেটে ছন্দের ওপরে ছন্দ বসিয়ে, উপমা কেটে উপমার ওপর উপমা বসিয়ে, অন্ত্যমিল কেটে অন্ত্যমিলের ওপর অন্ত্যমিল বসিয়ে শক্তিমান সার্জনের মত কাটা-ছেঁড়া করতে থাকে কবি কবিতার সুস্থ সুন্দর রূপ পেতে, হৃদয়ের সম্মতি পেতে। যখন একটি কবিতা সত্যিই টেকসই কবিতা হয়ে ওঠে তথা নির্মিত হয় তখন হৃদয় তাৎক্ষণিক সম্মতি দেয়, মেলে ধরে সবুজ পতাকা।

কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতাসমগ্রসহ অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ পড়ে আমার কাছে মনে হয়েছে তিনি এ কাজটি করেছেন শতভাগ। কবি মোশাররফ হোসেন খান শুধু কবিতা লেখার জন্য কবিতা লেখেননি বরং অভিষ্ট জনগোষ্ঠির তথা মানুষের জন্য, দেশের জন্য, পৃথিবীর নানা স্থানে নানা অসঙ্গতির জন্য, আগ্রাসনের বিরুদ্ধচারণের জন্য সর্বোপরি ধর্মবোধ ও ঐতিহ্য চেতনার জন্য পরিকল্পনামাফিক পরিমিত পরিমাপে সুন্দর সুন্দর কবিতার শীতল ছায়াঘেরা ফলজ বৃক্ষে ঘেরা ও ফুলপাখি ভরা মনের মত বাড়ি নির্মাণ করেছেন। সেখানে যে কেউ নিবিড় আশ্রয় নিতে পারে, সৃষ্টিশীল চিন্তা করার প্রেরণা পেতে পারে, তাৎপর্যপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে সুবিন্যস্ত জীবন ও সংগ্রামের।

কবির "হৃদয় দিয়ে আগুন" কাব্যগ্রন্থের "পূর্বলেখ" কবিতায় এবং "ক্রীতদাসের চোখ" কাব্যগ্রন্থের "জিহাদ" কবিতায় সেটি দিনের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার নিজস্ব উচ্চারণ থেকে। যেমনঃ

আমার কবিতা পড়ে যদি কোন রমণী
প্রসব করে বসে হিংস্র শাবক

www.pathagar.com

যদি কোন শিকারী কৃষকের গান ভুলে
যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে তাক করে বসে
পাপিষ্ট বুক
তবে আমার কি দোষ ?

.....

আমার কবিতা পড়ে যদি কোন কিশোর
কঠিন অঙ্গিকারে ছেড়ে যায় মায়ের কোল
যদি কোন বৃদ্ধ তুলে নেয় হ্যামিলনের বাঁশী
কিংবা কোন অগ্নিপুরুষ যদি জ্বালিয়ে দেয়
জালিমের ঘর-দোর
তবে আমার কি দোষ।

[পূর্বলেখ]

হে রাসূল দেখ
বারুদ থেকে উৎক্ষিপ্ত
তোমার উম্মাতের সর্বশেষ শিশুটিও এখন
শত্রুর সম্মুখে জ্বলন্ত লাভা, অনড় পর্বত
তোমার প্রতিটি যুবকই এখন
কাফেরের জন্য অভ্রান্ত কামান।
এবং দেখ–
আমাদের মায়েরা কোমল শিশুর পরিবর্তে
প্রসব করছে এখন একেকটি লক্ষ্যভেদী এটোম
পৃথিবীর প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষের এখন
একটিই মাত্র নাম–জিহাদ। [জিহাদ]

মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় চোখে পড়ার মত বিষয় হলো মানুষ। এ মানুষ কোন নির্দিষ্ট সীমানার মানুষ নয়। পৃথিবীর সকল মানুষ তার কবিতার মুখ্য উপাদান। মানুষের জমাট দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, সুখ, শান্তি, স্বস্তি, আশা-ভরসা, ভালবাসা, অধিকারহীনতা, আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া, মানুষের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু–মোটামুটি এসব বিষয়গুলো প্যাসেঞ্জার পিজিয়নের মত দৃশ্যমান হয়েছে তার অধিকাংশ কবিতায়। সেগুলোর কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেয়া যাক-
কবি "হৃদয় দিয়ে আগুন" এর এক টুকরো কবিতায় লিখেছেন-

নদীকে বলে দাও
ততোদিন যেন জোয়ার না আসে
যতদিন মানুষ দেখতে না পায়
মুক্তির পতাকা উর্দ্ধে, নীলিম আকাশে।

www.pathagar.com

পৃথিবীর নানা অসঙ্গতি দেখে কবিহৃদয় হতাশ হয়ে ওঠে। কারণ পৃথিবীর বিপন্নতায় মানুষও বিপন্ন হয়ে ওঠে। কবি "কাবিলের উত্তরাধিকার" ও "দাহন বেলায়" কাব্যগ্রন্থের "পাতালের গুহা থেকে" কবিতায় তার উচ্চারণ করেন যথাক্রমে এভাবে-

পৃথিবী নামক গ্রহটি এখন ভীষণ নড়বড়ে জরাজীর্ণ
আর এর অধিবাসিরা যেন ভয়তাড়িত উদ্বাস্তু শালিক।
.....
এখানে নুনের চেয়ে খুন বড় সস্তা, এমনকি মূল্যহীনও বটে।
হত্যা আর খুনের চেয়ে অধিক কোন প্রিয় খেলা পৃথিবীতে এখন আর নেই।
[কাবিলের উত্তরাধিকার]

পৃথিবী উপচে পড়ে বিষণ্নতা, শকুনের ডাক
চোখের উপর মেঘ, মাথার উপর কালো কাক
দূর থেকে ভেসে আসে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সঙ্গীত
জনপদ লোকালয়ে ছেয়ে যায় শোকের ইঙ্গিত।
[পাতালের গুহা থেকে]

'আদমের অস্তিত্ব' কবিতায় কবি লেখেন-

অপ্রয়োজনীয় টিকেটের মত
ছুঁড়ে ফেলা ন্যাপকিনের মত
পড়ে আছে মানুষের লাশ
বাসি পত্রিকার খণ্ডিত অংশের মত বাতাসে ওড়ে মাথার খুলি।

কবি পৃথিবীর এ বিষণ্নতা ও বিপন্নতায় কিছুটা ম্রিয়মান হলেও প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ও আত্মশক্তি সম্পন্ন। আর তাইতো তার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ-

পাতালের গুহা থেকে জেগে ওঠো সাহসের ঘোড়া
জেগে ওঠো জনপদ - হিমালয়, পর্বতের চূড়া।
মানুষ তরঙ্গ হও, মুছে ফেলো শোকের ললাট
মানুষ সমুদ্র হও, ভেঙ্গে চলো কালের কপাট।
[পাতালের গুহা থেকে]

জাগাও আস্থার ঝড় শুধু স্বপ্নাবেগ
সামনে নতুন চর উধাও উদ্বেগ।
[নতুন চর]

www.pathagar.com

তোমার ভিতরে আছে সাহসী আগুন
চেতনায় টোকা দাও জাগাও ফাগুন।

[মুক্তির পতাকা]

'সবুজ উত্থান'- কবিতায়ও কবির একই উচ্চারণ-

আমার এ চোখ দেখতে অপারগ মানুষের ধ্বংসাবশেষ
অথচ প্রতিদিনই দেখতে হচ্ছে বীভৎস কংকাল
তবু আমি অপেক্ষায় আছি
আমিতো দেখে যেতে চাই।
উৎসবমুখর পৃথিবী
আর মানুষের সবুজ উত্থান।

অনুরূপ উপস্থাপন দেখতে পাই "দাহন বেলায়" কাব্যগ্রন্থের পূর্ণিমা, বনমানুষের ডেরায়, উদ্বাস্তু শকুন, কালের বিদ্রুপ, দিনান্তের দীর্ঘশ্বাস ও ঘাতক ঘুমিয়ে আছে–ইত্যাদি কবিতায়। মোশাররফ হোসেন খান মানুষের কোনরকম দুঃখ-কষ্ট সইতে পারেন না। মানুষের অধিকার যেখানেই লঙ্ঘিত, তার কলম সেখানেই মোচড়হীন ভাঁজহীনভাবে গর্জে ওঠে। অথচ এইসব মানুষগুলোর মধ্যে এমন কিছু কিছু মানুষ আছে যারা স্পর্শকাতর সংবেদনশীল এই কবিকে দুঃখ ও ক্ষোভের সাগরে লগি বৈঠাহীন ভেলায় করে ভাসিয়ে দেয়। তাই মানুষকে নিয়ে কবির দুঃখ-বেদনা ও ক্ষোভগুলোও ঝরে পড়ে এভাবে-

এই মানুষ কামনার মানুষ
বড় বেশী চতুর বড় বেশী হিসেবী
অথচ, কেমন বেহিসেবীর মতো
তাদেরকে ভালবেসে
দুঃখের নামতাই বৃদ্ধি করেছি কেবল জীবনের ধারাপাতে।

[এই রাত–দীর্ঘরাত]

হায় মানুষ !
মানুষ নামের এই তিনটি বর্ণ আজ বড় বেশী
অপ্রচলিত, অসুন্দর একটি অমার্জনীয় উচ্চারণ।

[অসুন্দর উচ্চারণ]

মানুষের প্রতি সম্ভবত আর কারুরই সমবেদনা
নেই। মমত্ব নেই। গাংচিলের খোঁজে নক্ষত্রেরা দরজায় টোকা
দেয়। মানুষের গন্ধ পেয়ে দ্রুত হারিয়ে যায়। ছড়িয়ে পড়ে
তাদের ঘৃণার পালক।

[মানুষ নক্ষত্র এবং গাংচিল]

www.pathagar.com

মুলত কবরকেই এখন নিরাপদ আবাসস্থল বলে মনে হয়
মানুষ দেখার ইচ্ছা এবং খায়েস
কোনটিই আমার এখন আর অবশিষ্ট নেই
এমনকি রুচিও।
[নখের বিস্তার]

মানুষের জন্যই এই পৃথিবীর সৃষ্টি। তাই এই পৃথিবী থাকবে সংকটমুক্ত। কবি এটা চান হৃদয় ও একান্ত আত্মা থেকে। মানুষ এখানে নিরাপদভাবে বসবাস করবে। অথচ এই পৃথিবী এখন বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং সেটিও এই মানুষের কারণেই। মানুষকর্তৃক পৃথিবীর এই নানা অসঙ্গতিগুলোও কবিকে আলোড়িত করে তোলে ঝড়ের মত। যেমন–

পৃথিবীর ফুসফুসে শকুনের বসবাস
স্বপ্নাতুর হৃদয় এখন বিষাদের প্যারাসুট।
[গ্রহের প্রান্তর]

ধর্ষিতা বালিকার মত পা টেনে টেনে
ধীর লয়ে হাঁটে পৃথিবী
.....
.....
কেটেছে আমূল তারা
ধীরে ধীরে কেটেছে ভেতর।
[ক্ষত]

আর পৃথিবীর ভবিষ্যত।
মীরজাফর কিংবা মোহাম্মদী বেগ
যতদিন আছে চারপাশে
ততোদিনই পৃথিবীর ভবিষ্যত
শূন্য শূন্য এবং মহাশূন্য।
[পৃথিবীর ভবিষ্যত]

মাতৃগর্ভে নির্জীব শুক্রকীট
আগত শিশুর শংকিত চিৎকার
অভিশপ্ত পৃথিবীতে যাবো না আমি।
[পাথর হাঁটছে]

সময়তো এমনই। তুষারাবর্তে ঢেকেছে নিয়ম। প্রকৃতির
চোখে মাকড়সার জাল।
পাখির নীড়ে সরিসৃপের বাস।
দিনে দশবার পৃথিবী ধাবিত হয় আত্মহননের দিকে।
[প্রাচীন শ্যাওলার মস্তক]

www.pathagar.com

মানুষ ও মানুষের এই পৃথিবী প্রকট সংকটের আবর্তে ঘূর্ণায়মান হলেও কবি যে সাংঘাতিক আশাবাদি ও নজিরবিহীন অপরিসীম আত্মবিশ্বাসী সেটা কবির "নক্ষত্রের ফনা" এবং "পৃথিবী ও ক্যাঙ্গারু" কবিতায় কবির অন্তর ফেটে মসজিদের গম্বুজের মত বের হয়ে এসেছে-

এ পৃথিবী আর কোনদিন পরাজিত হবে না।

[নক্ষত্রের ফনা]

আমার হাতের তালুতে সুন্দর শিশুর মতো
নিরাপদে হেসে ওঠে উজ্জ্বল পৃথিবী।

[পৃথিবী ও ক্যাঙ্গারু]

পৃথিবীর এক শ্রেণীর মানুষ যখন অতিমাত্রায় শোষণ, জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার, অনাচার, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি পৈশাচিক মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের শিকার হয় এবং শেষ পর্যন্ত দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন মানুষের আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে আর ঘুরে দাঁড়ানো ছাড়া বিকল্প কোন পথ থাকে না। তখন শুরু হয় যুদ্ধ। অবধারিত হয়ে পড়ে রক্তক্ষয়ী রাঙা সংঘর্ষের। পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিনিয়ত এ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ভয়াল চালচিত্র কবির সতেজ চোখগুলোকে ম্রিয়মান করে তোলে। বিবেকের বাক্স ছিন্ন ভিন্ন হয়ে কবির বিবেক দারুণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কবি সমকালের এই অপ্রত্যাশিত যুদ্ধ এবং তার নেতিবাচক প্রভাবকে কোনভাবেই মন ও মগজে মেনে নিতে পারেননি। আর সেগুলির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পাই তার অনেকগুলো কবিতায়। যেমন–

আফ্রিকার যে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করা হলো তাদেরও ছিল
রক্ত মাংস, হাড়-হাড্ডি জীবন এবং যৌবন। আগুন আগুন বলে যে সব
কাফ্রি শিশুরা আজ চোখ ঢাকে মায়ের স্তনে ; তারাও স্বাধীনতায় ব্যাকুল
আর যে সব বাস্তুহারা যাযাবর এখনো বন কিংবা সমুদ্রচারী তাদের কাছে
যুদ্ধ আর সংগ্রাম ছাড়া কোন কর্মসূচী নেই।
.....।
তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসীদের সামনে এখন যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কর্মসূচী নেই।

[সাদা গম্বুজ]

বসনিয়ার অর্থ এখন শ্বেত ভল্লুকের নির্লজ্জ পদধ্বনি, লাশের স্তূপ।
.....
ব্যর্থ জাতিসংঘ পারেনি ফিরিয়ে দিতে তোমার সম্ভ্রম
তবুও ভয় কি স্বদেশা
তোমার সম্মুখে জেগে আছে শতকোটি প্রাণ
সম্মুখে যুদ্ধ

www.pathagar.com

পেছনে সংকুল অরণ্য, অসীম সমুদ্র
এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়েই প্রজ্জ্বলিত হবে বিজয়ের সোনালী সূর্য।

[অগ্নিগর্ভা বসনিয়া]

দ্যাখো, চেচনিয়ার সকল উপত্যকা থেকে আজ
জ্বলে উঠছে সেই বিশ্বাসের আগ্নেয়গিরি।
গ্রোজনি এখন সাহসের স্তম্ভ, দ্রোহের স্ফুলিঙ্গ।

[চেচনিয়া' ৯৫]

উপমাহীন এক বিধ্বস্ত ভূখণ্ডের নাম- কসোভা।
বলকানের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে লু হাওয়া
প্রিষ্টিনা এখন লাশের নগরী
পাহাড়ী ঝরনার মতো গড়িয়ে পড়ছে কেবল রক্ত বৃষ্টি।
কসোভার জীবন এখন মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর।
.....
হে কসোভা
আর কোন দীর্ঘশ্বাস নয়
দেখ, রক্তে নেয়ে তোমার যে সব শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছিল
তাদের নিঃশ্বাস থেকেও প্রবাহিত হচ্ছে আজ আগ্নেয় প্রপাত।

[কসোভা'৯৯]

এখানে ঝরেছে কত প্রাণ-হিসাব রাখেনি কেউ
আছড়ে পড়েছে রক্ত বন্যা ঝিলাম নদীর ঢেউ।
শহীদের খুন মেখে সবুজ হয়েছে গাঢ় লাল,
কাফনের পতাকায় লিখে গেছো নাম চিরকাল।

আসুক তুফান আরো ! তবু পাহাড়ের মত তুমি
আগলে রাখো–তোমার ইতিহাস, অস্তিত্বের ভূমি।

[অবাক কাশ্মির]

বাগদাদ জ্বলছে !
না !
বাগদাদ নয়- জ্বলছে হৃদয়!

[বাগদাদ'২০০৩]

কবি মোশাররফ হোসেন খানের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা থাকলেও সেটি নজরুলের মত প্রকট নয়, আবার জীবনানন্দের মত প্রচ্ছন্নও নয়। বলা যায় এ দু'জনের মাঝামাঝি। তবে মোশাররফ হোসেন খান–যেখানে যুদ্ধ অনিবার্য, সেখানে নজরুলের মতই আপোসহীন। আর তাই তো তার বলিষ্ঠ উচ্চারণ–

www.pathagar.com

এখন আমার রক্তে তা দেয়
বিদ্রোহ
বিপ্লব
এবং যুদ্ধ
আমার রক্তে এখন
যুদ্ধ ছাড়া আর কোন প্রতিশব্দ নেই।

[আমার রক্তে এখন]

তারপরও তিনি অহর্নিশ যুদ্ধহীন অনবদ্য প্রশান্ত এক পৃথিবীর কামনা করেন। আর তাই তো তার কলমে 'যুদ্ধবিরোধী কবিতা' উঠে আসে মগজের আবাস থেকে–

শোষণের যাঁতাকল যদি বন্ধ হয়ে যায়,
আর একবারও যদি না দেখি ঝড়ের আসফালন
যদি না শুনি তুফানের গর্জন-
তাহলে কি প্রয়োজন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ?
যুদ্ধ মানেই তো আরেক দুঃখবাদ, ধ্বংসের দাবানল।

[যুদ্ধবিরোধী কবিতা]

আমরা তো জানি, পৃথিবীই আমাদের বাসস্থান
তবে কেন এখানে ক্রন্দন আর এত হাহাকার!
যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! এই হোক দৃপ্ত অঙ্গীকার।

[যুদ্ধের বিরুদ্ধে]

উল্লেখিত কবিতাগুলো পৃথিবীর সর্বত্র কবির অনুসন্ধানী চোখের শৈল্পিক নিবিড় ও স্বার্থক উপস্থিতি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। যে কারণে কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় শুধু কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা ভূভাগের মানুষ মুখ্য উপাদান হিসাবে স্থান পায়নি বরং পেয়েছে পৃথিবীর নানা স্থানের নানা বর্ণের মানুষ। যা কবিকে সংকীর্ণতা থেকে সার্বজনীন করেছে। করে তুলেছে কবিকে আন্তর্জাতিক। কবিকে করে তুলেছে মানুষ ও মানুষের পৃথিবীর জন্য এক অনিবার্য হিসাবে। এখানেই কবি মোশাররফ হেসেন খানের প্রকৃত সার্থকতা ও সফলতা। #

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় ইতিহাস সচেতনতা ও ধর্মবোধ

রফিক রইচ

ইতিহাস শব্দটি 'ইতিহ' শব্দ থেকে আগত। যার অর্থ হল ঐতিহ্য। আর ঐতিহ্যের ইংরেজী আভিধানিক শব্দটি হল tradition । এই ঐতিহ্য বা tradition দাদী বা নানীর হাতের মোটা সোনার বালা বা রুলি নয়-যা বছর বছর দাদী বা নানীর জন্মদিনে বা মৃত্যু দিবসে সিন্দুক থেকে বের করে খানিকক্ষন স্মৃতিচারন করে আবার ঝেড়ে মুছে সিন্দুকে এক বৎসরের মত আটকে রাখা হয়। বরং ঐতিহ্য বলতে বুঝায়-কোন অভিষ্টজনগোষ্ঠি বা গোত্র বা সম্প্রদায়ের কাছে অতিতে ঘটে যাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা জয় ও পরাজয়ের তাৎপযপূর্ণ কিছু ঘটনা যা তাদের চলমান জীবনে বা বহুকাল পরে সতর্কের সাথে শিল্পীত বাঁচার প্রেরনা যোগায়, মাথা উচুঁ করে বাঘের মত বাঁচতে শেখায় ও বীরের মত এগুতে শেখায়। আর যে সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী এই ইতিহাস ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে চলে তাদের পরিনতি হয় ভয়াবহ। সেটি ইতিহাস দর্শনের জনক ইবনে খালদুন তার বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল ইবারে" স্পষ্ট করে বলেছেন-যখন কোন জাতীর সদস্যরা জাতীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে ভোগ বিলাস ও নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত থাকে এবং শাসকবর্গ ক্ষমতালোভী ও যৌনলিপ্সু হয়ে পড়ে তখন জাতীর পতন অনিবার্য। এই কথাটির সত্যতা কতখানি বাগদাদ, স্পেন, বসনিয়া ও কসোভোর দিকে দৃষ্টি দিলেই পরিস্কার বোধগম্য হবে। যে কারণে কোন জনগোষ্ঠীকে বা সম্প্রদায়ের পূণর্জাগরনের জন্য কিংবা কোন ধ্বংস অঞ্চলকে পূণর্বার সৃষ্টি করবার ইঙ্গিতদানের জন্য কবিদের হতে হয় ইতিহাস সচেতন বা ঐহিত্য সচেতন। বহুদিন আগে একটি প্রবন্ধে একটি উদ্বৃতি পড়েছিলাম- সেটি হল- প্যারিস যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়- সবকিছু নস্ট হয়ে যায়-তাহলেও তাদের কোন অসুবিধা হবে না আবার তা নির্মাণে, যদি অবশিষ্ট থাকে কোন একটি কবির একটি মাত্র কবিতা । তারা আবার তৈরী করে নিতে পারবে তাদের শহর। এই উদ্বৃতি থেকে সহজেই প্রতিয়মান হবে ফরাসী কবিরা কতটা ইতিহাস সচেতন হয়ে কবিতা লিখে থাকে। আরবের কবিরা ইতিহাস ঐতিহ্য সচেতন হয়ে Personal Poetic Diction বা নিজস্ব কাব্য ভাষা প্রয়োগ করে কবিতা লিখে কোন গোত্রকে ধ্বংস করে দিত আবার একজন কবিই কোন অখ্যাত গোত্রকে বিখ্যাত করে দিত। আর সেই জন্য সেখানে কোন কবির জন্ম হলে তখন সব গোত্র থেকে অভিনন্দন জানাতো। স্ত্রীলোকগুলো অভিনন্দনগীতি গেয়ে শুনাতো। এমনকি খুশীতে কুরবানী করতো। এ বিষয়টি নিকলসনের ভাষায় আরো পরিচ্ছন্ন হবে।

When there appeared a poet in a family of the Arabs, the other tribes round about would gather together to that family and wish them joy of their good luck. Feasts would be get

www.pathagar.com

ready, the women of the tribe would join toghether in bands, playing upon lutes, as they were wont to do at bridals, and the men and boys would congratulate one another ; for a poet was a defence to the honour of them all, a weapon to ward off insult from their good name, and a means of perpetuating their glorious deeds and of establishing to their fame forever.

আমর ইবন কুলছুমের একটি কবিতা "তাগলাব" গোত্রকে দুইশত বছর পর্যন্ত মর্যাদা ও বীরত্বের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখে।

বাংলা সাহিত্যেও এই ইতিহাস এতিহ্য সচেতনতা প্রকটভাবে প্রতিফলিত না হলেও তা একেবারেই নগন্য নয়-। বাংলা সাহিত্যে কবিতা ও গদ্যে ইতিহাসবোধ ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের কবিদের কবিতায় ইতিহাস ঐতিহ্যের বিষয়টি উল্লেখ করার মত। তাদের হাত ধরেই আশির দশকের কবিরা নিজস্ব কাব্য ভাষায় ইতিহাসবোধের প্রকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছেন তাদের কবিতায়। এই কবিদের অন্যতম প্রধান কবি মোশাররফ হোসেন খান। তাঁর কাব্য সমগ্রের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মনি মুক্তার মত উজ্জ্বল ইতিহাসবোধের শিল্পীত দলিল। তিনি "বৃষ্টি ছুয়েছে মনের মৃত্তিকা" কাব্য গ্রন্থের "নিগৃহীতার বাহুডোরে" কবিতাটি ঢাকার চারশত বছর পূর্তিতে লিখেছেন- কবিতাটিতে ঢাকার ইতিহাস এতিহ্যের বিষয়টি এমন নিখুঁতভাবে উত্থাপন করেছেন যে কবিতাটি যে কাউকে প্যারিসের কবিতার কথা মনে করিয়ে দেবে।

উত্তর বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ঢাকার অসংখ্য মিনার
মগবাজারের সুউচ্চ ওয়ারলেস টাওয়ার, রামপুরার টিভিকেন্দ্র,
পশ্চিমের ঝিল, এদোডোবা, কলমিফুল কিংবা
জীবনের মত আঁকা বাঁকা মাজাভাঙ্গা অগণিত গলিপথ।
আর বিশ্বরোডের দু'পাশে বেড়ে ওঠা অবহেলিত ভাসমান মানুষের বস্তিগুলো
তিলোত্তমা নগরীর অনিবার্য পোশাক।

.....

.....

জোছনা প্লাবিত রাতে আজ চেয়ে আছি অজস্র স্বপ্নের দিকে
আর ভাবছি, এইতো এই শহরেই প্রবাহিত হয়েছিল একদা দর্পিত প্রশ্বাস
এইতো দাঁড়িয়ে আছেন ঈসা খান, সম্রাট জাহাঙ্গীর কিংবা মুরশিদকুলিখান
তাদের স্মরনে এখনো কি বুড়িগঙ্গায় কম্পন ওঠে না ?
এখনো কি কাঁপে না বাতাস তাদের সাহসি অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে ?
তবে আর কোনো তস্করের সাধ্য আছে হাত বাড়ায় দুর্গের দিকে ?

[নিজগৃহীতার বাহুডোরে]

www.pathagar.com

কবি মোশাররফ হোসেন খান মূলত নজরুল, ফররুখ, সৈয়দ আলী আহসান, আল মাহমুদ এসব বিশ্বাসী কবিদের মতই কবিতায় ইতিহাসবোধের তীক্ষ্ণ লাঙ্গল চালিয়েছেন। চাষ করেছেন ইতিহাসের। ঘরে তুলেছেন ইতিহাসের ঈমানী ফসল। তার বিরল বাতাসের টানে কাব্য গ্রন্থের স্বপ্নের সড়কে কবিতায় এবং নেচে ওঠো সমুদ্র কাব্য গ্রন্থের "শিকার" কবিতায় তারই প্রমাণ মেলে। কবি লিখেছেন-

এই সড়কগুলো জোতদার মহাজন বৃটিশ বেনিয়ার চাবুকের কষাঘাত
এই সড়কগুলো মৃত্যু ব্যধি ক্ষুধার দানব ক্রিতদাসের দগদগে ক্ষত।
এই সড়কগুলো ঈসাখা, বখতিয়ার শরিয়াতুল্লাহ, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা।
এই সড়কগুলো শায়েস্তা খাঁ নবাব সিরাজদ্দৌলা অশ্বের খুরধ্বনী কামান গোলা ধনুকের ট্রংকার
এই সড়কগুলো একেবেঁকে নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে।

[স্বপ্নের সড়কে]

ষড়যন্ত্রকারীদের দেখেছি এশিয়ার একটি ছোট্ট ভূখন্ডে
পবিত্র এক সুন্দর ভবনে।
ঘটাঘট পায়ের শব্দে তার হাওয়ায় ভাসে বৃটিশ বেনিয়ার চাবুক
ঠোটের কার্নিশে ফেরাউনের জমকালো তিলক
চলোনে বলোনে নেচে ওঠে আবু লাহাবের কুটিলতা।

[শিকার]

হ্যামিলনের ইঁদুরের মত কপাট ভেদ করে
দ্রুত ঢুকে যায় দোজকের গুহায়।
.....
তাদের শরীর থেকে বিদ্যুতের বেগে ছিটকে পড়ে
ঈসা খাঁর তরবারি
তরবারি এবং অশ্বের খুরের ধ্বনিতে
খুলে যায় দুর্গম আকাশের সর্বশেষ খিড়কি।

[বিরল বাতাসের টানে]

"সবুজ পৃথিবীর কম্পনে" কবিকে দেশবোধের ভেতর ইতিহাসবোধের ব্যাপক সংমিশ্রন ঘটিয়ে দেশ প্রেমকে উজ্জিবিত করে নিজে হয়ে উঠেছেন এতিহ্যিকে কবি।
কবি সবুজ পৃথিবীর কম্পনে বলেন-

এই পতাকা আমার সম্রাট শাহ্জাহানের তাজমহলের চেয়েও
প্রশান্ত, দীপ্তিমান।
এ আমার হাজার বছরের পথ চলার পদচিহ্ন।
এ পথে মিশে আছে বখতিয়ার, ঈসা খাঁর পায়ের ধূলো।
তাদের অশ্বের হ্রেষাধ্বনি এবং গগন কাঁপানো খুরের শব্দে
এখনো কেঁপে ওঠে শৃগালের হৃদপিন্ড।

www.pathagar.com

আমাদের ঐতিহ্যের সর্বপ্রথম যে স্রষ্টা ও দ্রষ্টা তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। বাঙ্গালী মুসলমানরা যে ইতিহাস এতিহ্যের ধারক বাহক সে বিষয়টি নজরুল সাহিত্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে চলে এসেছে। এই ইতিহাস ঐতিহ্যবোধের জন্য নজরুল ইসলামকে কোন পুথি পড়তে হয়নি বরং তা বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তার সাবলিল চেতনা থেকেই বেরিয়ে এসেছে উদ্ভিদের নিবিড় অঙ্কুরোদগমের মত। বোধের কবি মোশাররফ হোসেন খানের মধ্যে নজরুলের এই ধারাটি সাহিত্যের বংশগতি সূত্রের মাধ্যমে যেমনটি অর্জন করেছেন তেমনি অর্জন করেছেন তার মন মগজের নিজস্বতায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি স্বদেশের জন্য ও জাতীর জন্য এত বেশী ঐতিহ্য প্রেমী হয়ে উঠেছেন তা তার কবিতাই সাক্ষ্য দেয়-

সবুজ পৃথিবীর কম্পনে কবির উপস্থাপন-

এই-তো, এখানে সুদৃর দুর্গের ভেতর সঞ্চিত রয়েছে
আমার বিশ্বাস আর ঐতিহ্যিকে রত্ন-ভান্ডার।
কোন দস্যুর সাধ্য নেই সেখানে হাত বাড়ায়।
এ আমার একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

একই কাব্য গ্রন্থের "প্রত্নতত্ত্ব" কবিতায় তিনি লেখেন-

আমার প্রপিতা ছিলেন প্রজ্ঞা প্রবর
তিনিই প্রথম জেনেছিলেন সকল বস্তু ও প্রাণীর নাম।
আমরাই প্রথম জেনেছিলাম কাঠ ও আগুনের ব্যবহার।
নিয়েছিলাম প্রেম ও প্রকৃতির পাঠ।
.....
.....
পৃথিবী পৃষ্ঠে আমরাই প্রথম জ্বেলেছিলাম সভ্যতার আলো।
আমরাই প্রথম জেনেছিলাম
মৃত্তিকা ও মানুষের সম্পর্ক।
জেনেছিলাম পাথর, সমুদ্র এবং জীব-বৈচিত্র্যের নিগুঢ় রহস্য।

[প্রত্নতত্ত্ব]

বড় কবি মাত্রই নিজ সম্প্রদায়ের সংশ্লিষ্ট ইতিহাস ঐতিহ্য তার কবিতা তথা তার সাহিত্য কর্মের প্রশস্ত উঠোনে প্রকটভাবে উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে যেমনি সফল হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল তেমনি হয়েছেন নজরুল, ফররুখ এবং এরা এ কারণে বড় কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নজরুলের ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্যনীয়। কারণ নজরুল শুধুমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের জন্যই একাজটি করেন নাই বরং করেছেন অন্য সম্প্রদায়ের জন্যও। যে কারণে নজরুল সার্বজনিন এবং সব সম্প্রদায়ের কাছে বড় কবি। কবি মোশাররফ হোসেন খানও এদের ব্যতিক্রম নন বরং কোন কোন ক্ষেত্রে নজরুলের মতই সার্বজনিন। তিনিও রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল, নজরুল ফররুখ এর মতই ইতিহাসের ঘটনাবলীকে সমকালের নানা বিষয়ের সাথে মিশ্রিত করেছেন। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের জন্য

www.pathagar.com

স্বাদেশীক এবং আন্তর্জাতিকও। আর তাই তার অনেক কবিতায় সেগুলোর স্ফুরণ দেখতে পাই-

হাজার বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত বাগদাদ কম্পিত এখন
ইঙ্গ-মার্কিন নামক পাপিষ্ঠ হায়েনার পদভারে।

.....

.....

এইতো সেই কারবালা !
যেখানে ঈমানের পরীক্ষায়
হুসাইন আর তার সাথিরা জয়ী হয়েছিলেন-
এইতো সেই ফোরাত !
সেই দজলা !

.....

.....

এইতো সেই ইরাক
যেখানে ঘুমিয়ে আছেন অগনিত বীর মোজাহিদ
ঘুমিয়ে আছেন রাসূলের সাথী!
আব্দুল কাদের জিলানী এবং রাবেয়া বাসরীর
পবিত্র নগরী এখন হায়েনার দখলে !

[সবুজ পৃথিবীর কম্পন, বাগদাদ-২০০৩]

আর পৃথিবীর ভবিষ্যত !
মীরজাফর কিংবা মোহাম্মাদী বেগ
যতদিন আছে চারপাশে
ততোদিনই পৃথিবীর ভবিষ্যত
শুন্য, শুন্য এবং মহাশুন্য।

[পৃথিবীর ভবিষ্যত]

বসনিয়া-হে অগ্নিগর্ভা বসনিয়া
তোমাদের শরীরে সার্বিয় হায়েনার ক্রোধের বিষ
তোমরা এখন প্রসব করো মুসার মত কোন বিদ্রোহী বীর
তোমরা প্রসব করো সহস্র সালাহউদ্দিন।

[পাথরে পারদ জ্বলে, অগ্নিগর্ভা বসনিয়া]

টিভির পর্দায় ভেসে ওঠো "রুটসের" ক্রীতদাস

.....

হোক না সে আফ্রিকান কিংবা অন্য যে কোনো দেশের
তবুও ওরা মানুষ। মানুষ এবং আদমের উত্তরাধিকার ওরা আমার ভাই।

[ক্রীতদাসের চোখ]

www.pathagar.com

হেবরন কোন ইহুদির সম্পদ নয়।
হেবরন কিংবা ফিলিস্তিন বিশ্বের সকল মুসলমানের।

[ইহুদি]

মূসা কালিমুল্লাহ্‌র জাতি তাদের পাপদগ্ধ চোখে দেখেছিল
উকুন, পঙ্গপাল, ব্যাঙ এবং রক্তের উপদ্রব
আর আমরা দেখছি নখের বিস্তার।

[নখের বিস্তার]

পলাশীর ইতিহাসের মতো
ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে আমার শৈশব।
পোড়োবাড়ীর অস্পৃশ্য দরোজার মতো
আমিও একাকী, বেদুঈন যাযাবর।

[জন্মদিনের শোক]

কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় মূল উপাদান হল মানুষ এবং মানুষের পৃথিবী। যে কারণে তার কবিতার মিউজিয়ামে জায়গা দখল করেছে মানুষের আশা ভরসা, স্বপ্ন, স্বাধ, বেঁচে থাকার যুদ্ধ, সামাজিক অসঙ্গতি, দেশবোধ ইতিহাস ঐতিহ্যবোধ সর্বোপরি তাদের বিশ্বাস ও ধর্মবোধ। ইতিহাস ঐতিহ্যের বিষয়টি প্রথম অংশে কিছু বলার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় অংশে তাঁর কবিতায় ধর্মবোধের বিষয়টি নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।

কবি মোশাররফ হোসেন খান বাংলাদেশের কবি। এশিয়ার কবি। আর এশিয়া হল সকল ধর্মের জরায়ু। বেদ-উপনিষদ জেন্দাবেস্তা, তৌরত, বাইবেল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব পবিত্র কোরআন শরীফ এই এশিয়াবাসীর উপরই নাজিল হয়েছে। সকল পয়গম্বরদের পদচারনা এইখানে। শুধু তাই নয় যে নবীকে সৃষ্টি করায় সৃষ্টি হয়েছে সকল সৃষ্টি সেই শর্তককারী ধর্মের দূত শেষ নবীর জন্মও এই এশিয়াতেই। কাজেই স্থানগত ও জন্মগত কারণেই কবির কাছে ধর্মবোধের বিষয়টি কষ্ট করে নিয়ে আসতে হয়নি বরং তার আত্মার ভেতর থেকে সতস্ফূর্তভাবে উঠে এসেছে। আগেই বলেছি কবি মোশাররফ হোসেন খান আশির দশকের কবি। এই দশকটি নানাভাবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই দশকের কবিদের মধ্যে বিশ্বাসী চেতনা তথা ধর্মবোধের বিষয়টি তাদের কবিতায় অনর্গল ঝরনার মত ঝড়ে ঝড়ে বাংলা সাহিত্যকে করেছে পরিশুদ্ধ।
করেছে গতিশীল ও টেকসই। আর টেকসই কবিতা সেগুলোই যেগুলোর ভিত নির্মিত হয় বিশ্বাসের হীরক থেকে। সকল অবিশ্বাসী কবিতাই দুর্বল নড়বড়ে অতিদরিদ্র।
ভেঙ্গে পড়ে যে কোন মুহূর্ত্বে। আর তাইতো টি এস ইলিয়ট, সিটওয়েল ক্যাথলিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। ষ্টিফেন স্পেন্ডর কমিউনিষ্ট প্রভাবে ধর্ম বিশ্বাস থেকে সরে এসে থাকতে না পেরে আবার বিশ্বাসের সিঁড়িতেই পা রেখেছিলেন। তিরিশের কবিদের মধ্যে অনেকেই আমাদের দেশেও ধর্ম বিশ্বাসকে পিছনে ফেলে অতি আধুনিক হতে গিয়ে নিজেদের কবিতা ও নিজেদেরকেই হারাতে বসেছেন। এসময় নজরুল, ফররুখ, গোলাম

www.pathagar.com

মোস্তফা, জসীম উদ্দিন, আলী আহসান, আল মাহমুদ, ওমর আলী এসব বিশ্বাসী কবিদের বিশ্বাসী দাপটে কবিতার বলিষ্ট উচ্চারন না থাকলে বাংলা কবিতার দারিদ্রকাল বাড়তো বই কমতো না। আশার কথা আশির দশকে তাদের উত্তরসূরী হিসাবে আমাদের দেশ পেয়েছে কিছু বিশ্বাসী চেতনার শক্তিমান কবি। তাদের মধ্যেই অন্যতম বিশ্বাসী কবিতার প্রাণবন্ত প্রাণপুরুষ কবি মোশারফ হোসেন খান। তিনি বিশ্বাসী চেতনায় কবিতায় ধর্মবোধের স্বার্থক রূপায়ন করেছেন। পবিত্র কোরানের আয়াতের অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে তাঁর প্রাসঙ্গিক কবিতাগুলো বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংযোজন।
তার কিছু উদ্ধৃতি দিলে হৃদয় দুলে উঠবে।

এই পত্র আমার রাসূলের কাছে, যিনি ধ্যানমগ্ন হেরা গুহায়
অকস্মাৎ যিনি কেঁপে উঠলেন ঐশি বাণীতে-
ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক...।
.....
আমার এই পত্র কেবল রাসূলের কাছে সমগ্র বিশ্বের যিনি শিক্ষক।
যার নামে জ্বিন-ইনসান পড়ে দরূদ-
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম...
হে প্রভু ! তার কাছেই পৌছে দাও আমার তাবৎ শ্রদ্ধা প্রেম
আর এই অধমের পত্র কালাম।
[রাসূলের (সাঃ) কাছে]

ভেঙ্গেছে তখত-তাজ, ভেঙ্গেছে আমূল
ভেঙ্গেছে কালের গতি, ভাঙ্গেনি রাসূল।
.....
মোহাম্মদ !
ঐ নামটি ঝুলেছিল হৃদয় গভীরে
ঐ নামটি জ্বলেছিল সূর্য ও তিমিরে।
[রাসূল (সাঃ)]

হৃদয় কাঁপে তোমার নামে
তোমার নামে হই পাগল
তোমার নামে ঝরনা কাঁদে
যায় খুলে যায় রুদ্ধ আগল।
.....
পাইতে তোমার নামের সুধা
মেটাতে শোক সকল ক্ষুধা
তোমার কাছে যাই ছুটে যাই
হে দয়াময় রহিম খোদা।
[তোমার নামে]

www.pathagar.com

একজন বিশ্বাসী কবির গতি বাতাস এবং বোরাকের চেয়েও গতিসম্পন্ন। আর এ গতি যিনি কবিকে দান করেন তিনি সেই আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নয়। তার কবিতায় তাই উঠে আসে-

কবিকে যিনি এত গতিসম্পন্ন এবং স্বচালিত করেছেন
তিনি প্রজ্ঞাবান এবং সকল শক্তির আধার
তার জন্যই কেবল আমার প্রশংসা এবং তাবৎ সিজদা।
.....
.....
আর আমার কম্পিত ঠোঁটে কেবল উচ্চারিত হতে থাকে
সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ্
ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর।
ইন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লি সাইয়্যেন ক্বাদির।
[স্বপ্নের সানুদেশঃ কবির উড়াল]

কবি মোশাররফ হোসেন খানের চেতনায় ধর্মবোধের বিষয়টিকে কত প্রকট এবং তার প্রকাশ কত পরিচ্ছন্ন সেটা "ক্রীতদাসের চোখ" কাব্যগ্রন্থ না পড়লে পরিপূর্ণভাবে বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে না তার কবিতায় ধর্মবোধের গভীরতা। তিনি কবিতাগুলোর শীর্ষদেশে কোরানের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও তার কোরানিক অর্থ সংস্থাপন করে কবিতায় ধর্মবোধের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক থেকে তিনি হয়েছেন স্বাতন্ত্রিক। কবি "তোমার নামের ঢেউ" কবিতায় ধর্মবোধের প্রকাশ ঘটান এভাবে-

তোমাকে দেখিনি। তবু জানি তোমার অস্তিত্ব ভাসে
যতদূরে যাই কিংবা যেদিকে ফেরাই দুটি চোখ
সেখানেই আছো তুমি, মিশে আছো ভূলোক-দ্যুলোক
তোমার নামের জ্যোতি আধারেও অবিরাম হাসে।
.....
.....
সর্বত্র তোমার ছায়া, কী বিশাল দীপ্যজ্যোতিস্নান
আমার ভেতরে হে অনন্ত ! তোমার সহস্র নাম
ঢেউ তোলে বার বার, গেয়ে ওঠে তোমার কালাম।
[তোমার নামের ঢেউ]

একই উচ্চারন শুনতে পাই "পবিত্র আলিঙ্গন" "ঘুমোতে যাবার আগে" "অনিদ্রায় কেটে গেছে" ইত্যাদি কবিতায়।

পৃথিবী নানা সংকটের আবর্তে ঘূর্নিপাক খাচ্ছে অহর্নিশি। কবি কোথাও এর উত্তরনের পথ খুঁজে না পেয়ে অবশেষে রাসূল (সাঃ) কে স্মরন করেছেন-

www.pathagar.com

হে রাসূল প্রিয়তম রাসূল
পৃথিবীর মানচিত্র এখন দুমড়ে মুচড়ে চারভাজ
ফিলিস্তিনিরা নিজগৃহে পরবাসী
রোহিঙ্গারা উদ্বাস্তু, দিশেহারা
সোমালিয়া আতংকে কম্পমান
মিশরেও আগুনের লেলিহান
ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর এখন দস্যুর দখলে !

.....

.....

হে রাসূল প্রিয়তম রাসূল
তোমার অসহায় উম্মতের আর্তি শোনো
একবার অন্তত একবার প্রভুর কাছে ফরিয়াদ জানাও
হে, প্রভু ! অগ্নিময় পৃথিবীকে প্রশান্ত করে দাও
প্রতিটি জনপদকে করো সংকাহীন, নিরাপদ।

[রাসূলের (সাঃ) প্রতি]

"সাদা পাগড়ীর শিষ "জিহাদ" সহ অন্যান্য কবিতাতেও অনুরূপ অনুরনন লক্ষ্য করা যায়। রাসূলের (সাঃ) এর আগমনে প্রকৃতির বরন রূপের বর্ণনা দেন কবি এভাবে-

মেঘের কুয়াশা ছিঁড়ে
রহস্যের আস্তরন ভেদ করে
তিনি এলেন ! তিনি এলেন
আধার দু-ভাগ করে অলৌকিক সিড়ি বেয়ে ।

.....

.....

তিনি নেমে এলে
আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্ব বিলীন করে
হেসে ওঠে সূর্য নক্ষত্র এবং মায়াবী হদহদ।
মুহাম্মদ !
অসীম সাগর যেন তাঁর নামে একফোঁটা বুদবুদ।

[তিনি নেমে এলে]

"আরাধ্য কাফন" কবিতায় কবির ধর্মবোধ এবং ইতিহাসবোধ যেন মিলেমিশে এক হয়ে এক নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

ইদানিং কেউ কেউ সঙ্গীর আবশ্যকতা ভুলে হাত রাখেন
কার্ল মার্কসের ঘাড়ে, কেউ কেউ হেগেল এবং মাও এর মাথায়

www.pathagar.com

মুসলমান হিসেবে বায়েত গ্রহন করা অবশ্যই প্রয়োজন ভেবে
অনেকে পীরের পাগড়ি ধরে আত্মসমর্পন করেন,
আবার আরেক গোষ্ঠী পীরের আদৌ কেয়ার না করে
মসজিদে ধ্যানমগ্ন।-

বস্তুত এরা কেউ ওমরের ধারালো তরবারিতে বিশ্বাসী নন
এমনকি ইসলামের জন্যে যুদ্ধ ও রক্তদান এদের কাছে
কুইনাইনের মতো অপছন্দ এবং শরিয়ত বিরোধী।

[আরাধ্য কাফন]

আল মাহমুদ বলেন- কবিরা হলেন দ্রষ্টা। দ্রষ্টা হলেন এই জন্য যে কবিরা সাধারন দশজনের চেয়ে একটু বেশী দ্যাখেন। কবিদের একটা একস্ট্রা আই আছে। যে আই দেয়াল পার হয়ে চলে যায়। আর আমি বলি কবিদের থাকে পুঞ্জাক্ষী। কবিরা একনজরে গোটা পৃথিবীটা দেখতে পায়। কোথায় কি ঘটন অঘটন ঘটছে তার সবই দেখতে পারেন কবি। এই দেখতে গিয়েই কবি কালকে দ্যাখেন এবং কালকে ডিঙ্গিয়ে আরেক কালকে দ্যাখেন। আর দেখার সে বিষয়টি উঠে আসে তার কবিতায়। যে কারণে কবিতা সেকালের কথা বলে, একালের কথা বলে, কথা বলে আগামীর । কবি মোশাররফ হোসেন খান এর ব্যতিক্রম নন। তার কবিতার প্রধান উপকরন মানুষ হওয়ায় তিনি তার কবিতায় ধারন করেছেন মানুষের সামগ্রিক জীবনযাপনের চালচিত্র। সেগুলোর প্রতিটি অংশই তার কবিতায় পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একথাটির সত্যতা কতখানি সেটি তার কবিতায় মানুষের ইতিহাস ও ধর্মবোধের বিষয়টি নিয়ে উল্লেখিত আলোচনা থেকে কিছুটা বোঝা যাবে।

যাহোক কবির দেখার পুঞ্জাক্ষীর পরিস্ফুটন আরো বেশী হোক বিকশিত হোক। তার কবিতার আলোয় আলোকিত হোক অসময়ের অন্ধকার। #

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় বিশ্বমানস

এ কে আজাদ

কবিতা তো সেই ভাবের সাহিত্য যাতে ব্যক্তির স্পর্শ থাকে; ব্যক্তি হৃদয়ের স্পর্শ থাকে। কোন্ হৃদয়ের স্পর্শ থাকে? কোন্ হৃদয়ের স্পর্শ সঞ্চারিত হয় হৃদয় থেকে হৃদয়ে, মানুষ থেকে মানুষে? এ তো সেই স্পর্শকাতর হৃদয় যার পরশে সৃষ্টি লাভ করে মন্ময় সাহিত্যের [Subjective Literature] এক 'উত্তাল তরঙ্গ' যা কি না ধেয়ে চলে জীবন সমুদ্রের এক কিনার থেকে আরেক কিনারে। একজন কবির আনন্দ-বেদনা-সিক্ত সেই হৃদয়ই তো কবিতার জন্মভূমি। এই জন্মভূমি যে ফুলের উৎপাদন করে তারই খোশবু ছড়িয়ে পড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে, মানুষ থেকে মানুষে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে। আর তখনই কবিতা হয়ে উঠে "Successful Interpretation of Life"। কিন্তু কখন তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে? এই দুঃসাধ্য তো তখনই সম্ভবপর হয়ে উঠে যখন একজন কবি নিজেকে জানেন, পারিপার্শ্বিকতাকে বোঝেন। তাঁর সেই আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়েই তিনি লাভ করেন সার্বজন পরিচিতি। বোধ করি, সে কারণেই বলা হয়ে থাকে - একান্ত ব্যক্তিগত সাহিত্যই একান্ত ভাবে সার্বজনীন সাহিত্য বা Universal Literature। যে কবির আত্মবোধ যত বেশী সে কবির সাহিত্য-সৃষ্টিও ততবেশী সার্বজনীন বা Universal । একজন কবি সেই সার্বজনীনতা বা বিশ্বজনীনতার মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে সক্ষম হন তাঁর সার্বজনীন প্রীতি বা 'Universal Brotherhood' । কবি মোশাররফ হোসেন খান তেমনই একজন কবি যার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে গেঁথে আছে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব আর তার কবিতার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে সার্বজনীন প্রীতি বা 'Philanthropy"।

কবি মোশাররফ হোসেন খান বাংলাদেশের এক শক্তিশালী আধুনিক মৌলিক কবি। আবহমান বাংলার কবি। আপদ-মস্তক একজন বাঙালী কবি; নৈসর্গিক অনুপম সৌন্দর্যের প্রকৃতিপ্রেমিক কবি। মানুষের জন্য হৃদয়ে ভালবাসার পাহাড় নির্মাতা কবি। বাংলাদেশের আলো-বাতাস, শীত-গ্রীষ্ম, শরতের শিউলী, হেমন্তের শিশির কিংবা ফাগুনের কোকিলের কুহু কুহু তান, পাখিদের কলতান, কৃষকের গান, মাঝির ভাটিয়ালী সুর, মাটির মমতা, নদীর কুলুধ্বনি, মায়ের আঁচল, চাঁদের জ্যোৎস্না, ফুলের সুবাস প্রভৃতি যেমন অঙ্কিত হয়েছে শিল্পিত রূপে তাঁর কবিতায়, তেমনি মানুষের কষ্টের প্রহর, হিংস্র হায়েনার দন্ত-নখর, মানুষে মানুষে হানাহানি, ক্ষমতার লোভ, যুদ্ধ বিগ্রহ, শহুরে জীবনের নানা অসঙ্গতি আর নির্মমতা, মানবিক বিপর্যয় ইত্যাদিও অঙ্কিত হয়েছে তার কবিতায় অত্যন্ত শৈল্পিক ছোঁয়ায়। আর এমনি করে দেশের সীমানা পেরিয়ে তিনি হয়ে গেছেন বৈশ্বিক–'বিশ্ব নাগরিক'। কবির ভাষায়-

এই তো ঘুরছে দেখো সূর্য চতুর্দিক
আমি তো মানুষ বটে, বিশ্ব নাগরিক।

[বিশ্ব নাগরিক ঃ সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

www.pathagar.com

ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত আধুনিক কবি ওয়াল্ট হুইটম্যন যেমন তাঁর কবিতায় লিখেছেন-

Whoever degrades another, degrades me
And whatever is done or said returns at last to me
[Song of Myself]

[যে কাউকেই লাঞ্ছিত করা হোক না কেন সে লাঞ্ছনা আমারই, পাছে
যা-ই করো আর যাই বলো তা ফিরে আসে অবশেষে আমারই কাছে]

হুইটম্যান আরও লেখেন–

I do not ask the wounded person how he feels
I myself become the wounded person
[Song of Myself]

[আমি তো আহত কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করি না কেমন লাগছে তার
বরং নিজেই আমি হয়ে যাই আহত, বুঝে নেই যত কষ্ট তার]

ঠিক তেমনি করে মোশাররফ হোসেন খানের কবিতাতেও আমরা শুনতে পাই উদ্বিগ্নতার ক্রন্দন-ধ্বনি, বিশ্বমানবতার জন্য হাহাকার। যেমন –

পৃথিবীর ও প্রান্তের কান্নাও যখন
আমার হৃদয়ে তোলে তীব্র হাহাকার
তখন কি ভাবে থাকা যায় নির্বিকার।
[বিশ্ব নাগরিক ঃ সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

হোক না সে আফ্রিকান কিংবা অন্য যে কোন দেশের
তবুও ওরা মানুষ । মানুষ এবং আমাদের উত্তরাধিকার
ওরা আমার ভাই।
কেননা সমগ্র পৃথিবী তো আমার নিজস্ব অধিবাস
অস্তিত্বের বাস্তুভিটা।
[ক্রীতদাসের চোখ ঃ ক্রীতদাসের চোখ]

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত আমেরিক্যান কবি টি এস এলিওট আধুনিক বিশ্বকে অবলোকন করেছেন অত্যন্ত বেদনা-বিধুরভাবে তার 'ওয়েস্টল্যান্ড' কবিতায়। সমাজের নানা অসঙ্গতি, মানুষে মানুষে হানাহানি, সন্ত্রাস, নৈতিক অবক্ষয়, যৌনাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি
টি এস এলিওটকে নাড়া দিয়েছে নিদারুণভাবে। তাই তো তিনি ইঙ্গিত করেছেন পৃথিবীর নষ্টতার দিকে। পৃথিবী পঁচে গেছে। পৃথিবীর নাম দিয়েছেন তিনি 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' বা বিরান

www.pathagar.com

ভূমি কিংবা অনুর্বর পোড়ো ভূমি। তেমনি আমাদের বাঙালী আধুনিক কবি মোশাররফ হোসেন খানও তার কলমের আঁচড়ে এঁকেছেন বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত মানুষের ভয়াল ছবি - সারি সারি নিহত লাশের গন্ধ, ক্ষমতালিপ্সু আর যুদ্ধবাজ স্বার্থান্বেষী মানবরূপী পশুদের অস্ত্রের গর্জন এবং বারুদ বোমার ধোঁয়ার কুন্ডলী। কবির ভাষায়–

পৃথিবীর তাবৎ নিহত ভাইয়ের লাশের গন্ধ
এবং বারুদের ধোঁয়ার উৎকট কুণ্ডলী।
পৃথিবী এখন আর বাসযোগ্য কোন গ্রহ নয়।
[বিশ্রামের প্রহর ঃ সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

দেখ চারদিকে গাঢ় নিঝুম আঁধার
দেখ শোষকের পেটে সোনালী প্রভাত
অসাড় পৃথিবী দেখ বিমূঢ় নিথর
কোথায় দাঁড়াবে বলো পবিত্র এখন।
[পবিত্র কোথায় দাঁড়াবে ঃ নেচে ওঠা সমুদ্র]

পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে
বগলে তার জমাট অন্ধকার
[ভিজে মাটির ঘ্রাণ ঃ বিরল বাতাসের টানে]

মানবতাবাদের নামে বিশ্বব্যাপী চলছে মানুষকে পদদলিত করার পাঁয়তারা। নিষ্পেষিত হচ্ছে মানুষ। লাথি মারা হচ্ছে মানবতার বুকে। মানবতাবাদের নামে ধুঁয়া তুলে দেশে দেশে চলছে শোষকদের রমরমা ব্যবসা। তাই কবির কণ্ঠে সীমাহীন ঘৃণা আর মুক্তির আপ্রাণ বাসনাঃ

মানবতার সব ক'টি দরজা ঘুরেছি আমি
সবখানেই পাহারায় রত
ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো ভয়াল হায়েনা

নির্বাসন চাই
হারামজাদা লোকালয় থেকে।
[নির্বাসন চাই ঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

এমনিভাবে বিংশ শতাব্দীর তিক্ত রসের বিস্তারণ করেছেন বাংলাদেশের কবি মোশাররফ হোসেন খান। উপমার ইন্দ্রজালে বাংলার এই কবি দুইচোখে দেখেছেন 'বৃদ্ধার ঢলে পড়া নুজ স্তন' আর 'ধর্ষিতা বালিকার' কষ্টে কাতরানো বেদনাবিধুর ছবি–

একটি রাত দীর্ঘশ্বাসে আরও দীর্ঘতম হয়
বৃদ্ধার স্তনের মতো নুজ পৃথিবী

www.pathagar.com

পৃথিবী জানে না তার যৌবন হারিয়েছে
ধর্ষিতা বালিকার মতো পা টেনে টেনে
ধীর লয়ে হাঁটে পৃথিবী।

[ক্ষত ঃ আরাধ্য অরণ্যে]

একজন কবি অতি সংবেদনশীল একজন মানুষ বৈ ত নয়। মানবতার জয়গানই একজন কবির প্রধানতম নান্দিপাঠ। সেই পাঠে তিনি চিরকাল থাকেন অবিচল। যেখানেই স্বার্থবাদী শ্বাপদের উত্থান সেখানেই কবির কলম সোচ্চার। অত্যাচারী যত বড়ই মহাপরাক্রমশালী হোক না কেন কবির কলম তা দেখে ভয় পায় না । চোখে আঙ্গুল দিয়ে কবি তুলে ধরেন মানুষের শত্রুদের, মানবতার শত্রুদের। দেশ, কাল পাত্রের সীমানা পেরিয়ে ছুটে চলে কবির কলমে তীব্র শর। আঘাত হানে মানবতার শত্রুদের বুকে। কবি মোশাররফ হোসেন খান তেমনি আঙ্গুল তুলতে ছাড়েননি অমানবিক বিশ্বমাতব্বরদের দিকে। বাংলাদেশের রয়েল বেঙ্গল টাইগার হলো শক্তির প্রতীক, হিংস্রতার প্রতীক। সেই প্রতীকে চমৎকার উপমায় মুখোশ উন্মোচন করেছেন বিশ্বত্রাস বুশ এবং ব্লেয়ারের। কী চমৎকার উপমা সমৃদ্ধ কবিতার পয়ারে ঘৃণার ঝড়! যেমন–

আবার কেউবা অপরাজেয় ও অমর হবার জন্য ছুটছে অবিরত
স্বার্থের লড়াইয়ে বেপরোয়া সকলেই
সে তুমি কিংবা বুশ ব্লেয়ার ...
প্রত্যেকেই একেকটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

[ঘোড় দৌড় ঃ সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

বাংলার সবুজ কোলে জন্ম নেয়া মোশাররফ হোসেন খান চুপ থাকতে পারেননি বিশ্বের অন্য কোন দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া অমানবিক ঝড়েও। কবিতার ভাষায় তিনি ফেটে পড়েছেন তীব্র প্রতিবাদে–

হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত বাগদাদ কম্পিত এখন
ইঙ্গ-মার্কিন নামক পাপিষ্ট হায়েনার পদভারে

পাখির ক্রন্দনে ভারী হয়ে উঠছে পৃথিবী।

[বাগদাদ ২০০৩ ঃ সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

শুধু তাই নয়, বিধ্বস্ত আফগানিস্তান এবং ইরাকের প্রতি সমবেদনায় কেঁদে উঠেছে কবির কোমল হৃদয়। তার দিব্য চোখে তিনি দেখতে পান বিশ্ব মানচিত্র থেকে আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে আফগানিস্তান এবং ইরাকের সীমা রেখাগুলো। তিনি দেখতে পাচ্ছেন তার দেশেও আক্রমণ সানিয়ে আস্তে আস্তে ধেয়ে আসছে বিষাক্ত হানাদার ভিমরুল। কী দারুণ জাগ্রত সেন্স কবির দিব্য চোখে। আর সেই সেন্স থেকেই ব্যথিত হৃদয়ের সকরুণ উচ্চারণঃ

www.pathagar.com

সামনে 'দি মুসলিম ওয়ার্ল্ডের' বিশাল মানচিত্র।
মানচিত্রের ওপর জমেছে ধুলোর আস্তরণ,
কিছু মাকড়সার জাল।
খুব অস্পষ্ট হয়ে গেছে লেখাগুলো
আফগানিস্তান, ইরাক কোথায় যে হারিয়ে গেল!
বামের জানালা দিয়ে উড়ে আসছে ভিমরুল।
কাছের আম গাছটিও কেমন ফ্যাকাশে।

[পথের ওপাশে : সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

বিংশ এবং একবিংশ উভয় শতাব্দীর কবি মোশাররফ হোসেন খান। পর পর দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সারা বিশ্বকে টালমাটাল করে তুলেছে গত শতাব্দীতে। সকল পেশার সকল নেশার মানুষকে যেমন এই অঘটন তাড়িত করেছে, তেমনি কবিরাও এর তাড়ন থেকে রক্ষা পাননি। শুধু বিশ্বযুদ্ধ কেন, নানা মানবিক বিপর্যয় এই বিশ্বকে অবিরত টেনে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে। চারদিকে ভাঙনের কোলাহল পৃথিবীর অন্যান্য কবিদের মতো বাংলাদেশের কবি মোশাররফ হোসেন খানকেও করে তুলেছে আবেগ তাড়িত। করেছে শঙ্কিত। তাই তো কবির চোখে তিনি দেখেছেন 'উত্তাল সমুদ্র'–

আজ যখন সমুদ্রের উত্তাল
যখন ঝড়ের তাণ্ডব, ভাঙনের কোলাহল
চারদিকে যখন কেবল ধ্বংসের আয়োজন–

[নজরুল : স্বপ্নের সানুদেশ]

আমি বারুদের ধোঁয়া ঠোঁটে মেশিন গানের তলপেট ভেদ করে ভূমিষ্ট হয়েছি।

ভূমিষ্ঠ হয়েই দুধ এবং মধুর পরিবর্তে পান করেছি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুপেয় আরক।

বুলেট বোমার আঘাতে যখন মানুষের জীবন বিপর্যস্ত তখন কালের প্রতিই ছড়িয়ে পড়ে ঘৃণা। বিষিয়ে ওঠে কবির মন। তাই তো কলমের তুলিতে কবি এঁকে যান কালের জলরঙ ছবি–

বাতাস এবং বারুদের তড়পানিও আজ
হার মেনেছে কালের কাছে।

[সাঁতার ঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

www.pathagar.com

এ তো সেই পৃথিবী, যেখানে প্রতিনিয়ত মানুষের মনে বেজে ওঠে বেহাগের সুর; মানুষ ভুলে যায় আকাশের নীল, বাতাসের ঘ্রাণ, ভুলে যায় পাখিদের গান, সকরুণ কেঁদে ওঠে নিষ্পেষিত প্রাণ। পকেট ছেঁড়া শার্টের মতো অদৃশ্য হ্যাঙ্গারে ঝুলে থাকে মানুষের অস্তিত্ব। চমৎকার উপমায় বিংশ শতাব্দীর মানুষের করুণ আর্তনাদ স্থান করে নিয়েছে মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় ঃ

পকেট ছেঁড়া জামাটি ঝুলে আছে হ্যাঙ্গারে
কি জানি কত দিন কত কাল
না কি আমিই ঝুলে আছি অদৃশ্য হ্যাঙ্গারে
জনম অবধি।

[অদৃশ্য হ্যাঙ্গার ঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

আমেরিকার জাতীয় কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর প্রতীকী "আই [I] " যেমন সারা বিশ্বের মানুষের প্রতিকৃতি, মোশাররফ হোসেন খানের "আমি"ও যেন সারা বিশ্বের নির্যাতিত, নিষ্পেষিত আর মানসিক যন্ত্রণাকাতর মানুষের কষ্টের নীল প্রতীক। পৃথিবীর সব দেশের সব কষ্ট যেন পথ খুঁজে পায় বাংলাদেশের মানচিত্রের মধ্য দিয়ে। শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপী হাজারও মানুষের আকুল হৃদয়ের ব্যথা যেন জমা হয়ে উঠেছে এক মোশাররফ হোসেন খানের ছোট্ট হৃদয়ে। তিনি লেখেন–

ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানের মতো আশৈশব ঝুলে আছি তীব্র যন্ত্রণায়
[আরাধ্য অরণ্যেঃ আরাধ্য অরণ্যে]

ঠিক একই রকম অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ আমরা খুঁজে পাই ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক কবি পার্শি বিশি শেলীর কবিতায়। যখন তিনি লেখেন–

I fall upon the thorns of life, I bleed
[Ode to the West Wind]

কী চমৎকার সাজুয্য! আবেগের কত না সমান্তরাল বহিঃপ্রকাশ! বিশ্বের দুই প্রান্তের দুই কবি যেন যুক্তি করে কিনেছেন ভাব, সমন্বয়ের মাধ্যমে করেছেন প্রকাশ।

বিংশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণুতা মানুষের সামাজিক জীবনে যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি একান্ত ব্যক্তিগত জীবনকেও করে তুলেছে টালমাটাল। আধুনিক বিশ্বের অস্থিরতা মানুষের জীবনকে করেছে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কেড়ে নিয়েছে সৌন্দর্যের মোহনীয়তা। কষ্টের সাগরে অনবরত ভেসে চলেছে মানুষ। তবে যাদের অন্তরে অনুভূতি নেই তাদের কথা ভিন্ন। যাদের অনুভূতি আছে তাদের জীবন হয়ে উঠেছে বড় দুঃখময়। দুঃসহ হয়ে উঠেছে জীবনের পথ চলা। মনের মুকুরে গজে ওঠা স্বপ্নগুলো সহসাই হয়ে চলেছে ঝাপসা। মানুষের মনে চির

www.pathagar.com

জাগরুক লাস্যময়ী প্রজাপতির রঙিন পাখনা হয়ে যাচ্ছে চোখের পলকেই রঙহীন। প্রিয়ার কালো চোখের ইশারা আর পায়ের নূপুরের নিক্কন এখন হয়ে যাচ্ছে অনুভূতিহীন। ইংরেজী সাহিত্যের ক্ষণজন্মা কবি জন কিট্‌স লিখেছেন–

Where youth grows pale and specter thin and dies
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden eyes despairs
Where beauty can not keep her lustrous eyes
[Ode to A Nightingale]

[এই তো এখানে তরুণ হয়ে যায় ফ্যাকাশে, কঙ্কালসার হয়, মরে যায়
এই তো এখানে ভাবতেই মন ভরে উঠে বিষাদে
শীশাভরী হতাশায়
এই তো এখানে রূপসী ধরে রাখতে পারে না তার মোহময়ী আঁখি]

আর মোশাররফ হোসেন খান তার কবিতার ছত্রে ছত্রে এঁকেছেন আরেক ফ্যাকাশে প্রেমিকের আত্মকাহিনী–

তোমার চোখের ইশারা পাবার আগেই
পেয়েছি আরেক ইশারা ঃ কম্পিত পাতাকা
তোমার পায়ের নিক্কন শোনার আগেই
শুনেছি আরেক নিক্কন ঃ যুদ্ধের আহ্বান।
[যুদ্ধের পর ঃ আরাধ্য অরণ্যে]

প্রিয়ার নামের বর্ণ দিয়ে কবি মোশাররফ হোসেন খান লিখেছেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশনী সংকেত–

তোমার নামের বর্ণ দিয়ে লিখেছি
তৃতীয় তারকা যুদ্ধের অশনী সংকেত
[নদী ঃ নারীর উপমা ঃ আরাধ্য অরণ্যে]

সমস্ত ধ্বংসলীলা পৃথিবীর চক্ষুসমান মানুষকে কাঁপিয়ে তুলেছে অহর্নিশি। মানুষের আহাজারী আর নিঃশ্বাসের ঢেউ অশান্ত করে তুলেছে কবির অন্তর। আচক্রবাল বিস্তৃত কবির চোখে অতি সুনিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে মানুষের নিদারুণ হাহাকার। ইংরেজ কবি জন কিট্‌স্ এর কবিতায় আমরা শুনতে পাই মানুষের সেই কষ্টের গোঙানীর ধ্বনি–

Here, where, men sit and hear each other groan.
[Ode to A Nightingale]

www.pathagar.com

[এই তো এখানে মানুষ বসে থাকে আর শোনে একে অপরের কষ্টের গোঙানী]

আরেক বিদ্রোহী রোমান্টিক কবি পার্শি বিশি শেলীও লিখেছেন–

Yellow and black and pale and hectic red
Pestilence stricken multitudes .....
[হলুদ কালো এবং বিবর্ণ লাল
মড়কে মরা জঞ্জাল...]

ঠিক তেমনিভাবে বিংশ শতাব্দীর করুণ চিত্র ভেসে উঠেছে বাঙালী কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতাতেও–

চারদিকে ধ্বংস ক্ষয় মৃত্যুর কোরাস
শূন্য ভাতের পাতিল ধূসর কলস।
[দিগন্তের দীর্ঘশ্বাস ঃ দাহন বেলায়]

বৃষ্টির পেখম ধরে ঝরে যাচ্ছে দুঃসংবাদ
মড়ক মহামারী । ধ্বংসের সুতীব্র চিৎকার।
ঝড়ের আস্ফালনে কাত হয়ে পড়ে আছে
সময়ের শাল বৃক্ষ।
[খসড়ার প্রতিবিম্ব ঃ বিরল বাতাসের টানে]

সময়ের 'দাহন বেলায়' অবিরত দাহ্য হয়ে চলেছে কবির ক্রিয়াশীল অন্তর। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে পুড়ে চলেছে কবির ছোট্ট হৃদয়ের আঙিনা। পৃথিবীর দুঃসময়ে কবির নীল মুখে শুনতে পাই কষ্টের উচ্চারণ–

হাবিয়া দোজখের মতো এক ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরি
এবং তার মুখের ভেতর কেবলই দগ্ধ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী।
[সবুজ উত্থান ঃ দাহন বেলায়]

পৃথিবীর সব কষ্ট এসে যেন বেদনার ঝড় তুলেছে কবির হৃদয়ে। এক কবি হয়ে যান যেন পৃথিবীর সব মানুষের দুঃসহ কষ্টের এক বিগলিত প্রতিবিম্ব। তাই তো মহাকালের মহাকণ্ঠে কবির এক বিষাদময় উচ্চারণ–

আমি তো বহন করে চলেছি পৃথিবীর তাবৎ যুদ্ধ
মড়ক মহামারী দুঃসহ মহাকাল
আমি তো শুষে নিয়েছি পৃথিবীর সকল সন্তাপ
আমাকে অস্বীকার করলে পৃথিবীর থাকে না কিছুই।
[পাথরে পারদ জ্বলে ঃ পাথরে পারদ জ্বলে]

www.pathagar.com

না, শুধু জ্বলছেই না কবির অন্তর। কষ্টের আগ্নেয়গিরি থেকে যে অগ্নুৎপাতের উদ্গীরণ হয় তার ফুল্কি থেকে কবির অন্তরে জন্ম নেয় একেকটি স্বপ্নের বুদ বুদ। সুখময় নতুন পৃথিবীর স্বপ্নগুলো একেকটি স্বস্তির গোলাপ হয়ে জন্ম নেয় কবির উর্বর পাললিক হৃদয়-কন্দরে। আবহমান বাংলার নকসি কাঁথার মতই মনকাড়া পৃথিবীর স্বপ্নও দেখেছেন কবি মোশাররফ হোসেন খান। সে স্বপ্ন নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন। সে স্বপ্ন নতুন দিগন্তের স্বপ্ন। যেমন–

যদি সুযোগ পাই সেলাই করে রেখে যাব
একটি নকসিদার পৃথিবী।
আমাদের আগত বংশধর যেন তিষ্ঠতে পারে
অন্তত কয়েকটা শতক।
[দশ দিগন্তের অন্তরেখাঃ বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা]

সভ্যতার শরীরে ধুলো মাটি লেগে আছে তো কী হয়েছে! স্বপ্নের সাবান পানি দিয়ে তো ধুয়ে দিতে পারেন একজন স্বপ্নদ্রষ্টা কবি। আঁধারের বুক চিরে উদিত করতে পারেন আলোকিত নতুন পৃথিবী। ইংরেজ কবি জন কিট্স তার কবিতায় যেমন ইওটোপিয়া বা স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছেন, তেমনি আলোর স্বপ্ন দেখেছেন বাঙালী স্বপ্নের কবি মোশাররফ হোসেন খানও–

সভ্যতার শরীরে অনেক ধুলোমাটি
এ সভ্যতা বিলুপ্ত হোক
অন্ধকার গ্রহলোক ছেড়ে আমরা অন্য গ্রহে যাবো
অন্ধকার পৃথিবী ছেড়ে আমরা অন্য পৃথিবীতে যাবো।
[সাহসী তুফান ঃ অগ্রন্থিত কবিতা ঃ কবিতাসমগ্র]

এ তো সেই নতুন পৃথিবীর জন্য কবি-হৃদয়ের সাহসী উচ্চারণ, যেমন করে ইংরেজ কবি পার্শি বিশি শেলী তার **"Ode to the West Wind"** কবিতায় তার সমস্ত মৃত চিন্তাগুলোকে মুছে দিতে চেয়েছেন– সমস্ত পৃথিবী থেকে যেমন করে গাছের পুরোনো পাতা ঝরে যায় আর ডালে ডালে গজে ওঠে নবীন পল্লব। তেমনি করে শেলী আকাঙ্ক্ষা করেছেন ত্বরান্বিত নতুন জন্মেরঃ

Drive my dead thoughts over the universe
Like the withered leaves to quicken a new birth

[(হে ঝড়) আমার মৃত ভাবনাগুলো সব তুমি উড়িয়ে দাও সারা বিশ্বে
যেমন শুকনো পাতাগুলো ত্বড়িত জাগাও তুমি নতুন জন্মে]

কবি মোশাররফ হোসেন খানও তেমনি উচ্চারণ করেছেন বারবার তার কবিতায়। তার কবিতায় ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যেও রয়েছে এক সীমাহীন শুভকামনা। চলমান কষ্টে শুধু কবির হৃদয়ে রক্তক্ষরণই হয়নি, বিশ্বব্যাপী জঞ্জালের মূলোৎপাটনও চেয়েছেন তিনি।

www.pathagar.com

তাই তো তিনি কামনা করেছেন কল্যাণময়ী একটি ঝড়ের, যেই ঝড় লণ্ডভণ্ড করে দেবে যাবতীয় অকল্যাণ। ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে অসুন্দরের যত বেড়াজাল। আর নতুন করে সৃষ্টি হবে শোষণহীন, অন্ধকারহীন আর বঞ্চনাহীন একটি সুন্দর পৃথিবী। এই ঝড়ই ধ্বংসকারী, এই ঝড়ই রক্ষাকারী। ধ্বংসের ভেতরে জ্বলে আশার আগুন।
যেমন–

আর তাই ঝড় আসুক
বার বার
ঝড় আসুক
পৃথিবীর আগামী বংশধরদের জন্যেও
কল্যাণময়ী ক্ষুধিত এই ঝড়।

[ঝড় ঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

কী মজার ব্যাপার! ইংরেজী সাহিত্যের বিদ্রোহী বলে খ্যাত পার্শি বিশি শেলীর কবিতাতেও আমরা শুনেছি একই ঝড়ের প্রতিধ্বনি–

Wild Spirit, which art moving everywhere,
Destroyer and Preserver; hear, oh, hear
[Ode to the West Wind]

[হে রুদ্র চেতনা, সর্বত্র গতিময় চেতনা
ধ্বংসকারী, রক্ষাকারী ওহে, তুমি শোন, তুমি শোন]

ঐ একই কবিতায় শেলী তার মনের ভেতর করেছেন আশার সঞ্চার। বসন্তের আগমনী আশায় তিনি ভুলতে চেয়েছেন শীতের বেদনা–

O Wind!
If winter comes, can spring be far behind!

[হে ঝড়ো হাওয়া!
শীত আসে যদি বসন্ত কি থাকতে পারে
থাকতে পারে কি অনেক দূরে!]

আর বাংলার মোশাররফ হোসেন খান যেন সেই ঝড়ো হাওয়ারই একজন আকাঙ্ক্ষী কবি। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে দুলে ওঠা বিজয়ের নিশান যেন তার 'স্বপ্নের সানুদেশ'। যেমন–

একটা কালজয়ী ঝড় চাই
যার নতুন দুর্বার পদচারণায় বয়ে যাবে এক দিগন্ত-দুধারী পথ
কোন এক ঝড়ো রাতে আমি হেঁটে চলবো
এবং গভীর বিশ্বাসে আমি পৌঁছে যাবো
কালো কফিনে ঢাকা বন্ধুর সিঁথেন ছুঁয়ে বিজয়ের তাঁবুতে।

[বিক্ষুব্ধ বৈশাখ ঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

www.pathagar.com

মরণশীল এই ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীর মানুষ। একদিন মরে যাবে সকলেই। তবুও কবির মনে নতুন প্রভাতের এক নয়নাভিরাম স্বপ্ন। যে মানুষ মরে যায়, লাশের খাটিয়াতে শুয়েও সে যেন দেখতে পায় আলোকিত এক নতুন প্রভাত। স্বপ্নের মায়াজালে মরণজয়ী একজন মোশাররফ খানের কাব্যিক জোনাকীর উদ্ভাস। যেমন–

খাটিয়াতে যে লাশ গোরস্তানমুখী
তিনিও ঘুরে দাঁড়ান
মুখ ফেরান স্বপ্নাতুর প্রভাতের দিকে।
[প্রজন্ম ও লাশ ঃ বিরল বাতাসের টানে]

ধ্বংসের আয়োজনের বিপরীতে গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন কবি খান। অন্তরে সীমাহীন আশা। আর মানুষের জন্যে কালজয়ী ভালবাসা। বড়ই বাসনা কবির মনে। তিনি যদি নাও পারেন, কেউ না কেউ দাঁড়াবে ভাঙনের বিপরীতে। গড়ে তুলবে এক নতুন সোনালী ভুবন। তাই তো তার আশাদীপ্ত কণ্ঠে মধুর ছান্দসিক উচ্চারণ–

পাথরে পারদ জ্বলে, জলে ভাঙ্গে ঢেউ
ভাঙতে ভাঙতে জানি গড়ে যাবে কেউ।
[পাথরে পারদ জ্বলে ঃ পাথরে পারদ জ্বলে]

শুধু কি তাই? বিংশ 'শতাব্দীর শীর্ষ চূড়া' বলে নিজেকে দাবি করেছেন বাঙালী কাব্যাকাশের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কবিতার আলোকমালায় সাজিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের ভুবনে তার বসত ভিটা। যাদুময় ভাষায় মোশাররফ হোসেন খানের এক সাহসী উচ্চারণ–

মূলত মানুষ আমি
শতাব্দীর শীর্ষচূড়া
সীমাহীন জ্যোতির উদ্ভাস।
[শতাব্দীর পিঠ থেকে ঃ পাথরে পারদ জ্বলে]

বাংলাদেশের আলো বাতাসে বেড়ে ওঠা বাঙালী কবি মোশাররফ হোসেন খান তার কবিতার ছত্রে ছত্রে রেখেছেন বিশ্ব মনসিকতার আঁচড়। ছন্দের মায়াজালে ছড়িয়েছেন দেশ কাল পাত্র ভেদ ব্যতিরেকে পৃথিবীর সব মানুষের জন্য সীমাহীন মমতা। ইংরেজী রোমন্টিক কবি পার্শি বিশি শেলী, জন কিট্‌স আর আধুনিক যুগের কবি টি এস এলিওট এবং ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতায় বিশ্ব মানবিকতা যেমন স্বর্ণোজ্জ্বলভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে, বাংলাদেশী কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতাতেও তেমনই বিশ্ব নাগরিকের পদধ্বনি শোনা যায়। কে বলে মোশাররফ হোসেন খান শুধু বাংলাদেশের কবি? কে বলে তিনি নির্দিষ্ট দেশ ও ভূখণ্ডের কবি? বাংলাদেশের প্রান্ত থেকে কবিতার ভেলায় ভেসে বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন তিনি। "মানুষের ডানা না থাকলেও কবির তো ডানা বা পাখা না হলে চলে না"

www.pathagar.com

[কবির উড়াল ঃ স্বপ্নের সানুদেশ]। তাই তো কবি উড়াল দিয়েছেন কবিতার স্বপ্ন-পরীর ডানায় ভর করে। বাংলার কপোতাক্ষ, বঙ্গোপসাগর, মুক্তো বিহঙ্গ, পতঙ্গরাজি, নভোমণ্ডল আর গ্রহানুপুঞ্জ সাক্ষী রেখে তিনি উড়াল দিয়েছেন "বাতাসের পাতিহাঁস" হয়ে । অসংখ্য গাছপালার ছায়া ঢাকা, ফসলের মাঠ ঘেরা, পাখি ডাকা, আঁকা বাঁকা নদ-নদী আঁকা আর হাজারও ফুলের সুবাস মাখা এই সবুজ মৃত্তিকার কবি মোশাররফ হোসেন খান হয়ে গেছেন বিশ্ব নাগরিক। তিনি একের, তিনি দশের, তিনি দেশের, তিনি জাতীয়, তিনি আন্তর্জাতিক। তিনি সব ধর্মের ও সকলের কবি। তিনি সব বর্ণের কবি। তিনি মানুষের কবি। তিনি সার্বজনীন। তিনি মূলত মানুষ এবং মানবতার কবি। #

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা
প্রসঙ্গঃ উপমার ব্যঞ্জনা
এ কে আজাদ

অলংকার শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো গহনা, আভরণ ও ভূষণ; কিংবা ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধিকারী গুণ [আহমদ শরীফ, বাংলা একাডেমী, সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান]। পারিভাষিক অর্থে অলঙ্কার বলতে "The Science of Rhetoric" বা কাব্যের গুণদোষ প্রতিপাদকও বুঝায় [বঙ্গীয় শব্দকোষ, হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়]। যা হোক, সোজা কথায়–যা দিয়ে সাজানো গোছানো হয় এবং সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়- তাই অলঙ্কার। সমগ্র মানবকুলে নারীরা এমনিতেই সুন্দরী, তারপরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য, আরও বেশী স্মার্ট দেখানোর জন্যই নারীরা অঙ্গ ভূষণ বা অলঙ্কার পরিধান করে থাকে। ঠিক তেমনি কবিতাও সাহিত্যের অন্যান্য শাখা প্রশাখা থেকে এমনিতেই সুন্দর, এমনিতেই মধুর। তারপরও কবিতায় অলঙ্কারের ব্যবহার কবিতাকে করে তোলে আরও বেশী মোহনীয়, আরও বেশী সুন্দর। আর সে অলঙ্কারের ব্যবহার বড়ই বর্ণাঢ্য, বড়ই রকমারী। বোধ করি, সে কারণেই তৈরী হয়েছে "The Science of Rhetoric"।

অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রবক্তা বলে খ্যাত ষষ্ঠ শতকের অলঙ্কারবিদ দন্ডী এর মতে

কাব্য শোভাকরান ধর্ম্মান অলঙ্কারান প্রচক্ষতে

অর্থাৎ অলঙ্কারের ধর্ম হচ্ছে কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করা। ভিন্নার্থে বলা যায়- অলঙ্কারের সাহায্যে শোভিত শব্দমালাই কাব্য।

নবম শতকের অলঙ্কারতাত্ত্বিক কবিরাজ রাজশেখর এর মতে

গুণবৎ অলঙ্কৃতং বাক্যং কাব্যম

অর্থাৎ গুণযুক্ত অলঙ্কৃত বাক্যই কাব্য।

মোট কথা অলঙ্কারই কাব্যের প্রধান পরিচয়। কাব্যে যেমন সুন্দরতম শব্দের ব্যবহার থাকে, সেই সুন্দরতম শব্দে তেমনি আবার অলঙ্কারের প্রচুর্য থাকে। ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত কবি S.T. Coleridge যেমনটি বলেছেন কবিতা হলো "Best words in the best order"।

সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের প্রধানতম উপাদান হলো উপমা। আর উপমার সংজ্ঞা বা উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে বলতে হয় যে–সচরাচর দৃশ্যমান কোন বিষয় বা বস্তুর [উপমান] সাথে নতুন কোন ঘটনা বা বিষয়ের [উপমেয়] তুলনা করে [তুলনামূলক শব্দ যোগে] সেই পাঠকের সামনে কোন গুণ বা দোষ [সাধারণ ধর্ম]কে সহজবোধ্য বা বোধগম্য করে তোলাই উপমার উদ্দেশ্য। উপমার আকৃতি প্রকৃতি এবং ব্যবহারের দিক থেকে

www.pathagar.com

উপমাকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়। ১) পূর্ণোপমা- ইংরেজী রেটরিকে যাকে **"Simile"** বলা হয়, যেখানে উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনামূলক শব্দ [মত, যেমন, ন্যায় ইত্যাদি] উল্লেখ থাকে; ২) লুপ্তোপমা- ইংরেজী রেটরিকে যাকে **"Metaphor"** বলা হয়, যেখানে উপমেয় প্রকাশ্য থাকে বটে কিন্তু উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনামূলক শব্দের এক বা একধিক অঙ্গের উল্লেখ থাকে না; এবং ৩) মালোপমা - যেখানে একাধিক উপমান এর একটি উপমেয় থাকে।

কবি মোশাররফ হোসেন খানের কাব্যমনীষার তুঙ্গীয় নিদর্শন হলো তার কবিতায় উপমার চমোৎকর্ষ। তার কবিতায় শব্দালঙ্কার বিষয়ক নানা কৌণিক বিশ্লেষণে যে বিষয়টি বিশেষভাবে পাঠকের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে তা হলো তার পঙ্‌ক্তির সর্বাঙ্গে উপমার বর্ণিল প্রাচুর্য। আধুনিক বিউটিশিয়ানেরা যেমন রূপসী রমণীর সৌন্দর্যকে করে তোলেন আরও বেশী মোহনীয়, আরও বেশী আকর্ষণীয়, বাংলার কবি মোশাররফ হোসেন খানও তেমন শব্দালঙ্কারের মধুরতম ছোঁয়ায় সাহিত্যের রূপসী কবিতাকে করে তুলেছেন আরও অধিক রূপময়ী, আরও বেশী কালজয়ী। বিশেষ করে উপমার বাহারী ব্যবহার তার কবিতাকে করে তুলেছে গভীর থেকে গভীরতর, করে তুলেছে আরও বেশী প্রাণচঞ্চল আর মর্মস্পর্শী। তার কবিতার কয়েকটি উদাহরণই বোধ করি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে- তার কবিতায় উপমার ব্যবহার কতটা বর্ণিল, কতটা ব্যঞ্জনাময়।

মোশাররফ হোসেন খান সমাজসচেতন একজন বিদগ্ধ কবি। তার কবিসত্তার মহোত্তম বিকাশ চমৎকারভাবে পরিলক্ষিত হয় আধুনিকতার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি মানবিক বিপর্যয়ে তার সরব কাব্যিক উপস্থিতিতে। বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি এসে যেই ছেলেটি সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নিজেকে সুন্দর পৃথিবীর হাসিমাখা একজন পূর্ণাঙ্গ কাব্যরসিক হিসেবে ফুটিয়ে তুলবেন বলে, কিন্তু না, তা আর পারলেন না তিনি। পৃথিবীর দিকে দিকে ঘটে যাওয়া নানা সংঘাত আর অশান্তির লেলিহান শিখা অগ্নিদগ্ধ করে ছাড়ল তার ছোট্ট মানবিক হৃদয়কে। অবশেষে মোশাররফ হোসেন খান হয়ে গেলেন শতাব্দীর একজন বিদগ্ধ কাব্যিক চিত্রকর। তিনি দেখতে পেলেন একটা অগ্নিময় দৈত্য দাউদাউ করে তার জ্বলন্ত হাত দিয়ে খামছে ধরেছে মাটি আর মানুষের পৃথিবীকে। এক আদম আর এক হাওয়ার ঘরে জন্ম নেয়া বনী আদম বিভক্ত হয়ে গেছে নানান জাতিতে ও গোত্রে। গড়ে তুলেছে জাতীয়তাবাদ। সেই জাতীয়তাবাদের গোশালায় বাস করছে নানান ভণ্ড এবং স্বার্থপর। আর সংঘাতের বেলাভূমিতে পরিণত হয়েছে মানুষের সবুজ পৃথিবী। সেই বীভৎস চিত্র আঁকলেন কাব্যিক চিত্রকর মোশাররফ হোসেন খান এভাবে ঃ

পৃথিবীর বুকে আগুনের হাত
মানবতায় বোমার বিস্ফোরণ
জাতীয়তার গোয়ালে বাস করে ভণ্ড
দিকে দিকে তাই দেখা দেয় সংঘাত [সংঘাত ঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

www.pathagar.com

সংঘাতময় পৃথিবীর চোখ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আঁধারের কালো পর্দা। আঁধারে আলো বিচ্ছুরণকারী কাব্যময়ী চাঁদও হয়ে গেছে বিবর্ণ। এমনই এক বিমর্ষ পৃথিবীর চিত্র এঁকেছেন কবিতাশিল্পী কবি মোশাররফ হোসেন খান। তার সোনার রং তুলিতে অংকন করেছেন উপমার ক্যানভাসঃ

ধীরে ধীরে কেটেছে বয়স
মোজার ভেতর প্রখর সময়
প্যারাসুট দিয়ে নেমেছে আঁধার
চাঁদের জিহ্বা পড়ে আছে ক্লিনিকের ছাদে।

[ক্ষতঃ আরাধ্য অরণ্যে]

শুধু তাই নয়, উপমার এই ছান্দসিক শিল্পী শহর জুড়ে দেখেছেন আগুনের লেলিহান। গোলাপ আর রজনীগন্ধার বদলে পৃথিবীর বুকে দেখেছেন অগ্নিদগ্ধ মানুষ আর মানবিক বিপর্যয়ে দেখেছেন মূল্যহীন মানুষের লাশ। ছুঁড়ে ফেলা ন্যাপকিনের মত দেখতে পেয়েছেন মানুষের মৃত দেহ, বাসি পত্রিকার মতো মূল্যহীন দেখতে পেয়েছেন মানুষের মাথার খুলি। আধুনিক মানবিক অবক্ষয় উপমার যাদুশিল্পে বাণীবদ্ধ করেছেন কবিতার যাদুঘর। লিখেছেন ঃ

অপ্রয়োজনীয় টিকেটের মতো
ছুঁড়ে ফেলা ন্যাপকিনের মতো
পড়ে আছে মানুষের লাশ
বাসি পত্রিকার খণ্ডিত অংশের মত বাতাসে ওড়ে মাথার খুলি
নরমাংসের গন্ধ শুঁকে ছুটে আসে ধূর্ত শিয়াল
শহর শহর নয়, যেন শুঁড়ির ভাগাড়।

[আদমের অস্তিত্ব ঃ আরাধ্য অরণ্যে]

মানবতার শত্রুদের নির্মমতায় কেঁদে উঠেছে কবির অন্তর। দুই চোখে তার প্রবাহিত হয়েছে শ্রাবণধারা। সেই শ্রাবণধারা আবার কখনো হয়ে উঠেছে তার বিপ্লবী আত্মায় দ্রোহের বারুদ। মানুষ আর মানবতার শত্রুদের গিলে খাবার জন্য কখনো কখনো তিনি সাজতে চেয়েছেন "ক্ষুধার্ত কুমির"। উপমার জলরঙে তাই তো কবির প্রতিবাদমুখর পোস্টার, সেই সাথে যুদ্ধের আহবান ঃ

গভীর তৃষ্ণায় তুলে নেয় আমার দু'হাত
ধাতব আগ্নেয়াস্ত্র
পা দু'টো কুচকাওয়াজ করে ভাঙ্গার নেশায়
দু'চোখে কেবল ঝরে শ্রাবণের মতো ভস্মের বারুদ
প্রতি নিঃশ্বাসেই নির্গত হয়
যুদ্ধ ! যুদ্ধ !! যুদ্ধ !!!

[ক্ষুধার্ত কুমির ঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

www.pathagar.com

অপশক্তির অপনোদন যেমন চেয়েছেন তিনি, তেমনি শুভশক্তির কামনাও করেছেন শক্তির তুফান মোশাররফ হোসেন খান। সে শক্তি যেন বাংলার কালবোশেখী ঝড়, যে ঝড়ে ধ্বংস করবে, পুনর্জন্ম দেবে নতুন জীবন। সমাজ সংস্কারক কবি জীবনের সুন্দর উপমা খুঁজেছেন বৈশাখী তাণ্ডবে। শতাব্দীর ইতিহাসে একই অর্থ খুঁজেছেন "ঝড় এবং মানচিত্রে", "জীবন এবং যুদ্ধে"। কবির ভাষায় ঃ

ঝড় মানে যদিও কাল বৈশাখ
লণ্ড ভণ্ড
ভাংচুর
ধ্বংস ধ্বংস
তবুও এখন ঝড়ই জীবনের সুন্দর উপমা।

[ঝড় ঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

জীবনের নানা অসঙ্গতির মাঝে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে যে দীর্ঘ মেয়াদী সংঘাত, তাও উঠে এসেছে মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায়। বাহিরে সাদা চামড়া থাকলেও সাদা মানুষের মনের যে কালিমা উপমার গুণে তা অতি সুনিপুণভাবে বিধৃত হয়েছে কবির কবিতায়। অমাবস্যা মানেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার। আবহমান গ্রামবাংলার মানুষের কাছে অমাবস্যা মানেই অশনি সংকেত আর অপয়া যতো। আর প্রশ্নাতীতভাবে তা পরিত্যাজ্য। উপমার রঙিন তুলিতে শ্বেতাঙ্গদের কদর্যতা যেমন সুনিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন মোশাররফ হোসেন খান, নিগ্র বা কৃষ্ণাঙ্গদের অন্তরের সফেদ বর্ণও তেমন চিত্রিত করেছেন তিনি। তার ভাষায় ঃ

শ্বেত মানুষের ভেতর কী এক অমানিশা বাস
করে! নিগ্র উপজাতিরা তার চেয়েও কী সুন্দর নয়?
আসলে মানুষের চেহারাটাই ইদানীং
কেমন যেন টর্নেডোর মতো ভয়াবহ, দুর্বোধ্য

[না, নেই ঃ নেচে ওঠা সমুদ্র]

শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গদের কথা বলতে গিয়ে আধুনিক মানুষের কুটিল এবং জটিল চেহারাও অঙ্কিত করেছেন কবি উপমার রঙধনুতে। "টর্নেডোর মতো ভয়াবহ, দুর্বোধ্য" আগ্রাসী সন্ত্রাসী আর আধিপত্যবাদী লালসাপ্রিয় মানুষের উপমা এর চেয়ে আর কত পরিষ্কার হতে পারে!

মানুষের মনের কদর্যতা, সমাজের নষ্টামী, আর মানবিক বিপর্যয় দেখে বার বার কেঁদে ওঠে কবির মন। দু'চোখ হয়ে ওঠে ছানাবড়া। শুধু ধূসর দেখেন স্পর্শকাতর চোখে। সব যেন ঝাপসা হয়ে আসে কবির সামনে–

আমার চোখে এখন কেবলই ধূসর
ধূসর - সাঁঝের দিঘীর মতো ঝাপসা হয়ে গেছে সব।

[না নেই ঃ নেচে ওঠা সমুদ্র]

www.pathagar.com

না, শুধু কবিই নন, প্রতিটি মানুষই যেন আজ বিপদগ্রস্ত। মানুষের চোখভরা যে স্বপ্ন, যে আশা আর ভালবাসা এবং পরিপাটি করে সাজানো বেঁচে থাকার যে সুকুমার কল্পনা, তা যেন হয়ে গেছে স্বপ্নের চোরাবালি। জীবনের সেই চোরাবালিতেই নিমজ্জমান প্রতিটি মানুষ। যেমন তিনি বলছেন–

প্রতিটি মানুষ আজ গন্তব্যহীন
স্বপ্নের চোরাবালিতে নিমজ্জমান

[যাতায়াত ঃ বিরল বাতাসের টানে]

কবিদের নাকি ভবিষ্যৎ দেখার বিশেষ একটা চোখ থাকে, যাকে বলা হয় 'থার্ড আই' বা 'প্রফেটিক সেন্স'। তাই বুঝি এক সময় বলা হতো– **"Poets are the prophet"** [কবিরা ভবিষ্যৎবক্তা]। বোধ করি, সেরকম একজন **Prophet** আমাদের বাংলা কবিতার বরপুত্র মোশাররফ হোসেন খান। তিনি কবিতার এমনই একজন শিল্পী, এমনই একজন শব্দের চিত্রকর, যিনি অনায়াসে শব্দের গাঁথুনীতে আঁকতে পারেন কল্পনার চিত্র–কল্পচিত্র; ইংরেজীতে যাকে বলা হয় **Imagery**। আগত শিশুর শংকিত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান সময়ের ক্ষুধিত মানুষের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস নিয়ে উপমার তুলিতে মোশাররফ হোসেন খান এঁকেছেন নির্মম সময়ের নির্মল এক ইমেজারী।

পাথর হাঁটছে
পাথর সম্মুখে পর্বতশৃঙ্গ
শৃঙ্গের জিহ্বায় ধ্বংসের ঘন্টা ধ্বনি
চারদিক হতাশার ধূলি
পাতিল থেকে লাফিয়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস
মাতৃগর্ভে নির্জীব শুক্রকীট
আগত শিশুর শংকিত চিৎকার ঃ

অভিশপ্ত পৃথিবীতে যাব না আমি।

অভিশপ্ত পৃথিবী তো ভয়ের কারাগার।

[পাথর হাঁটছে ঃ বিরল বাতাসের টানে]

শংকিত আগত শিশু যেমন পৃথিবীকে দেখেছে "ভয়ের কারাগার" হিসাবে, ঠিক তেমনি যারা আজ প্রাপ্তবয়স্ক তারাও পৃথিবীকে দেখছে বড় কষ্টে 'দাঁড়িয়ে থাকতে'। বিরল উপগ্রহ মানুষের পৃথিবী নিজেই হয়ে গেছে মানুষ–এমন কল্পনা কবি মোশাররফ হোসেন খানের। রেটোরিক সাইন্সের ভাষায় কবি তৈরি করেছেন–বিপর্যস্ত পৃথিবীর চমৎকার "পারসোনিফিকেশন"। কবি লিখেছেন –

www.pathagar.com

পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে
বোগলে তার জমাট অন্ধকার
[ভিজে মাটির ঘ্রাণ ঃ বিরল বাতাসের টানে]

নির্মম পৃথীবীকে তুলনা করেছেন কবি তপ্ত কড়াইয়ে সাথে। লিখেছেন–

পৃথিবীটা তপ্তকড়াই কামার শালার ভাপ
ভূগোলকের পেটের ভেতর কালকেউটে সাপ
[শতাব্দীর কান্না ঃ নতুনের কবিতা]

শুধু তাই নয়, 'পাষাণী প্রহরে' বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীকে কাঁদতেও দেখেছেন কবি তার অর্ন্তচোখে। একজন রমণী স্বামী কিংবা সন্তানকে হারিয়ে যেমন করে কাঁদেন সেই দুঃখিনীকে তেমনি করে কাঁদতে দেখেছেন কবি মানবিক মূল্যবোধ হারানো বিপন্ন পৃথিবীকে। উপমার মায়াজালে এমন করে ছেঁকে তুলেছেন পৃথিবীর দুঃসময়–

দুঃখী রমণীর মতো
এখন তো কেবলই কাঁদে বিপন্না পৃথিবী
[হৃদয় ঃ অগ্রন্থিত কবিতা]

ক্ষুধাতুর চোখে সুকান্ত ভট্টাচার্য যেমন পূর্ণিমার চাঁদকে দেখেছিলেন ঝলসানো রুটি, মোশাররফ হোসেন খানও তেমনি দেখেছেন পালকহীন জোছনা–

পৃথিবী দেখেছে তার ক্ষুধাতুর চোখে
পালকহীন জোছনা কি মোহময়
তন্দ্রাহীন বিছানায় জেগে আছে কবুতর
[পালক ছাড়ার সময় ঃ বিরল বাতাসের টানে]

যদিও–

সিল্কের পর্দার মতো ঝুলে আছে আধেক জোছনা
রাতের শরীর থেকে খসে পড়ছে পিঙ্গল বসন
[মৃদুল তুফান ঃ বিরল বাতাসের টানে]

তবুও হতাশ হননি কবি। তার চোখে আজও বেঁচে আছে সান্ধ্য প্রদীপের মতো একটুকরো স্বপ্নের মিছিল। যেমন তার উচ্চারণ–

সান্ধ্য প্রদীপের মতো জেগে থাকা
একটুকরো স্বপ্নের মিছিল

আমগ্ন উচ্চারিত যৌবনের প্রিয় নাম
মানুষ এবং এক ফালি জ্বলন্ত বিপ্লব
[পালক ছাড়ার সময় ঃ বিরল বাতাসের টানে]

www.pathagar.com

মানুষের পৃথিবীতে কবি বাঁচতে চেয়েছেন বাঁচার মতো। দেখতে চেয়েছেন নতুন চাঁদের মতো 'একফালি জ্বলন্ত বিপ্লব' । এ বিপ্লব মানুষের বিপ্লব, এ বিপ্লব মানবতার বিপ্লব, এ বিপ্লব সুন্দরের বিপ্লব, এ বিপ্লব সত্যের বিপ্লব। তাই তো তার দুর্বিনীত কণ্ঠে সাহসী উচ্চারণ–

ব্যক্তিগত উচ্চারণযোগ্য শব্দগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে
বারুদ বিশ্বাসে বেলুনের মতো শূন্যে উড়িয়ে দাও
[প্রজন্ম এবং লাশ ঃ বিরল বাতাসের টানে]

নোংরা পৃথিবী ধ্বংস হোক, অমানবিক পৃথিবী ধ্বংস হোক–খাঁটি যোদ্ধার মতো গর্জে উঠেছেন সংক্ষুব্ধ কবি মোশাররফ হোসেন খান। লিখেছেন–

তোমার ভেতর প্রবাহমান যে শোণিত ধারা
তা থেকেই উৎপন্ন হোক
পৃথিবী ধ্বংসকারী সাতটি এটোম।
[সাক্ষাৎকার ঃ আরাধ্য অরণ্যে]

সময়ের মহান নেতার মতো ডাক দিয়েছেন মানবিক শব্দশিল্পী মোশাররফ হোসেন খান। উপমার ঐন্দ্রজালিক সুরে বাজিয়েছেন হ্যামিলিনের মোহন বাঁশি ঃ

পাথর ঘর্ষণে খুলে যায় পর্বতের গুহা
রেকাব উপচে পড়ে দ্রোহের আগুন
ঝড়োকায় উড়ে যায় কঠিন ধমকঃ
সাহসের জিন ধরে
উল্কার মতো বেরিয়ে এসো পাথর সন্তান
[পাথর হাঁটছে ঃ বিরল বাতাসের টানে]

'প্রতিটি মুহূর্ত যেন দুর্ভাগ্যের এক ধূর্ত দূত' [রৌদ্রদগ্ধ গতির সীমায় ঃ পাথরে পারদ জ্বলে], তবুও মানুষের চোখ থেকে যেন নিভে না যায় স্বপ্নের প্রদীপ। স্বপ্নচারী কবি গর্ভধারিণী মায়েদেরকেও শুনিয়েছেন বীরের উপমায় সত্যের কাহিনী, ইতিহাসের সুখময় বাণী। আগত শিশুর মাঝে খুঁজেছেন বিজয়ী বীরের উপমা ঃ

তোমরা এখন প্রসব করো মূসার মতো বিদ্রোহী কোন বীর
তোমরা প্রসব করো সহস্র সালাহ উদ্দীন।
[অগ্নিগর্ভা বসনিয়া ঃ পাথরে পারদ জ্বলে]

মূসা নবী [আ] যেমন অত্যাচারী ফেরাউনের মুকাবেলায় জয় করেছেন মিশর, জয় করেছেন পৃথিবী। অতঃপর শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছেন নীল নদের অববাহিকাসহ সারা

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাপী, উড়িয়েছেন সুখের শ্বেত কবুতর–তেমনি একজন মুক্তিকামী নেতার শুভাগমন কামনা করেছেন উপমাপ্রেমিক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

উপমার আঁচলে মোশাররফ হোসেন খান বসিয়েছেন চাঁদের হাট বাজার। অসম্ভব দেশপ্রেমিক কবি সবুজ মাতৃভূমিকে দেখেছেন প্রাণবন্ত ছবির মতো; যেন কোন এক মহাপটিয়সী চিত্রকর থরে বিথরে এঁকেছেন বর্ণিল কোন এক মায়াবী ছবিঃ

অনেক সূর্য আর সন্ধ্যার রঙ মিলেমিশে গড়েছে যেখানে
বহু বর্ণিল এক চিত্রল প্রাণবন্ত ছবি।

যেখানে ছড়িয়ে পড়ে মায়ের স্নেহের মত জোসনার দ্যুতি।
[আমার সবুজ বাংলা ঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

শুধু তাই নয়, প্রার্থনার জন্য যে পবিত্র জায়নামাজের প্রয়োজন হয়, তার আর কোন দরকার নেই সবুজ মৃত্তিকার কবিতার মানসপুত্র মোশাররফ হোসেন খানের। কারণ তিনি মনে করেন–

সবুজ ঘাসের গালিচা সমৃদ্ধ এদেশ যেন আমার
পবিত্র জায়নামাজ
[আমার সবুজ বাংলা ঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

শুধু দেশ আর দেশের সবুজ ঘাসে ঢাকা মৃত্তিকা নিয়েই মোশাররফ হোসেন খান সাজাননি তার উপমার কাব্যপাঠ। নিজের ভাষাকে নিয়েও উপমার ইয়ত্তা নেই। বাংলা বর্ণমালাকে নিয়েও তার উপমার শেষ নেই, নেই গর্বের সীমানা।
যেমন–

এ আমার সবুজ পল্লবে ঢাকা দোয়েলের শিস
রাখালের মুক্ত কণ্ঠের সুর, ভাটিয়ালী মুখর সংগীত
পাখির প্রশান্ত নীড়।
[জাগ্রত বর্ণমালা ঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

সবুজ শ্যামল স্বপ্ন আঁকা, হাজার নদী আঁকা-বাঁকা বাংলার কাব্যনট মোশাররফ হোসেন খান উপমার আঁচড়ে যেমন সমাজ-সংসার-প্রকৃতি প্রভৃতি অঙ্কিত করেছেন, তেমনি অঙ্কন করেছেন জীবনের ফুরিয়ে যাওয়া প্রতিটি মুহূর্ত । বিন্দু বিন্দু করে গাছের ঝরা পাতার মত এ জীবন থেকে বিদায় নিচ্ছে একেকটি বছর। এমনি করে একদিন মানুষ পৌঁছে যাবে জীবন সায়াহ্নে।
সেই অনুভূতি কবির কবিতায় –

www.pathagar.com

চেয়ে দেখো প্রতিটি মুহূর্ত ঝরে পড়ছে
একটি একটি করে
জীবন বৃক্ষের আয়ুর পাতা

[ঝরা পাতা ঃ পিতার পাঠশালা]

এমনি করে এক একটি করে মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা যদি আমারা ব্যবচ্ছেদ করি, তাহলে দেখতে পাই তার কবিতায় উপমার ব্যবহার কত না বর্ণিল। মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে প্রতিটি ঘটনায়ই যেন ব্যঞ্জনাময় রূপলাভ করেছে মোশাররফ হোসেন খানের উপমার প্রাচুর্যেভরা কবিতার পয়ারে। কাব্যালঙ্কারের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যগুলো যেন অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে মোশাররফ হোসেন খানের কবিতার উপমিত বর্ণাঢ্য আয়োজনে। ফলে তার কবিতাগুলো যে সহজেই কবিতা হয়ে উঠেছে, তা স্বতঃই স্বীকার্য। তার উপমার ব্যবহার সাদৃশ্যমূলক কাব্যালঙ্কারের ষোলকলা যে পূর্ণ করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তার কবিতায় লুপ্ত-উপমা তুলনামূলকভাবে একটু বেশী। তবে বিষয়ের গভীরতা বুঝানোর জন্যই যে তার উপমায় এমন লুকোচুরি তা কিন্তু সহজেই অনুমেয়।

কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা এবং উপমার ব্যবহারে যে ব্যপক অর্থবোধ আছে, জীবনের মানে আছে সেটা অকপটেই স্বীকার্য বটে। কবির সার্থকতা ও সফলতা এখানেই। এখানেই আমাদের যত বিস্ময়। #

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা
এবং আদিগন্ত কোমল দেশপ্রেম

এ কে আজাদ

এসো এইখানে ঘন হয়ে বসি -
ছায়া তরু হিজল তমালের নীচে
.....
কৃষকের ভারী পা যেখানে এঁকে যায় নন্দিত শিল্পকর্ম
যেখানে হালের বলদ দিনভর স্বপ্ন এঁকে যায়
রুক্ষ মৃত্তিকার সুকঠিন বুক চিরে
.....
এসো এইখানে বসি-
সরল মানুষের মায়া মমতা আর ফুলের সৌরভ
মায়ের শীতল চাহনী পিতার স্নেহ আর বোনের আদর
নির্মল বাতাস, সোনালী সবুজ ধানের ক্ষেত
অজস্র পুকুর, দিঘি হাওড় বিল খাল নদী-
সব মিলে আমার এই দেশ।

[আমার সবুজ বাংলা ঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

কার কবিতায় কোন সবুজ ভূ-খন্ডের এমন শৈল্পিক বর্ণনা? কার কবিতায় আবেগের এমন বর্ণিল সমাহার? কোন্ কবির কবিতায় রুপময় দেশের বাহারী এমন চিত্রকল্প; আর সোনালী সবুজ দেশের প্রতি এমন আদিগন্ত সুকোমল ভালবাসা?

হ্যাঁ, এ তো সেই কবি, যার কবিতা অনবরত ছুঁয়ে যায় মনের মৃত্তিকা। এ তো সেই কবি যার কবিতার ছন্দের দোলা দেশপ্রেমিক মনে এঁকে যায় এমন মায়াবী আল্পনা। এতো সেই কবি, যার কবিতা হৃদয়ের জলসায় সঘন করে তুলে দেশপ্রেমে আপূর্ন শরাবের পেয়ালা। তিনি সেই কবি মোশাররফ হোসেন খান যার কবিতায় চির সবুজ বাংলাদেশের এমন মায়াবী ললিতকলা।

দেশপ্রেম মানুষের সহজাত একটি বিষয়। মানুষ মাত্রই দেশপ্রেমে আপ্লুত। প্রতিটি মানুষই ভালবাসে তার দেশকে; তা সে ধনী দেশ হোক কিংবা গরীব দেশ। দেশপ্রেমিক যখন একজন কবি তখন তার দেশপ্রেমে আবেগাপ্লুত কবিতা তো থাকবেই। আর সে দেশ যদি বাংলাদেশের মত এমন সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা, আঁকা-বাঁকা নদীর দেশ হয়, তাহলে তো কথাই নেই। প্রতিটি ভাষার প্রতিটি দেশের কবিই লিখেছেন দেশ প্রেমের এমন মনোহরী পঙ্ক্তি মালা। তবে সে দেশপ্রেম প্রকাশিত হয় কখনো নারীর মমতায়, কখনো

www.pathagar.com

সমালোচনার সুখপাঠ্যে, কখনো আবার বিদ্রোহের রণতুর্যে। মোশাররফ হোসেন খান মাটির মমতায় বেড়ে ওঠা মায়াবী দেশপ্রেমিক একজন কবি।

তিনি বাংলাদেশের রূপলাবণ্যে, সবুজের সমারোহে, নদীর কুলুতানে, ঝিরিঝিরি দখিনা হাওয়ায়, বর্ণিল আকাশের নীলিমায়, সবুজ ঘাসের গালিচায় ইত্যাদি বাহ্যিক সৌন্দর্যে যেমন বিমোহিত হয়েছেন, তেমনি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও অংশগ্রহন করেছেন একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে। কোন ক্ষতি বা অশনি সংকেত পাবার সাথে সাথেই সোচ্চার হয়ে উঠেছেন প্রতিবাদে-প্রতিরোধে। কবি মোশাররফ হোসেন খানের বিভিন্ন কবিতা বিশ্লেষণে দেখা যায় কিভাবে আবর্তিত হয়েছে দেশপ্রেম তার কবিতায়?

দেশপ্রেম আলোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি উঠে আসে তা হলো একজন কবির জন্মভূমির প্রকৃতি প্রেম। একজন কবি যেহেতু জীবন, জগৎ এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের দ্রষ্টা ও পাঠক, সেহেতু প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন বিষয় যেমন পাহাড় পর্বত, অরণ্য-প্রান্তর, নদ-নদী, আকাশ, সমুদ্র প্রভৃতি সবই যেন রূপময় রূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে কবির কবিতায়।

ঠিক তেমনি উদীয়মান সূর্য, প্রবাহমান নদী, চঞ্চল ঝর্ণাধারা, গম্ভীর পর্বতমালা, রূপালী যামিনী, সবুজ তরুলতা, উন্মুক্ত এবং সবুজ ও সোনালী প্রান্তর, নানান বর্ণের ও গন্ধের ফুল ও ফল, পাখী, সরষের ফুল ভরা হলুদ শস্যক্ষেত, হেমন্তের শিশির, শরতের শিউলি, শীতের পিঠাপুলি, বসন্তের কোকিলের কুহু গান এমন কি হিংস্র বন্য প্রাণীও কবি মোশাররফ হোসেন খানের নরম পলিমাটির মতো কোমল হৃদয়ে বিস্ময়োভিভূত উপমার সঞ্চার করেছে এবং তার ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে জাগিয়েছে সারা।

কবির কল্পনায় প্রকৃতির সৌন্দর্য জীবনানুগ অর্থে সৃষ্টি করেছে মোহনীয় ব্যঞ্জনা, আর এমনি করেই তা হয়ে উঠেছে তাৎপর্যদ্যোতক। প্রকৃতির যা কিছু স্নিগ্ধ, সুখোদ্দীপক ও কল্যাণকর তাই এসে আপূর্ণ যুক্ত হয়েছে মোশাররফ হোসেন খানের দেশপ্রেমে। ইউরোপীয় সাহিত্য জগতে রোমান্টিক যুগে ওয়ার্ডস ওয়ার্থ-শেলী - বায়রণ-কীটসের দ্বারা কবিতা সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকৃতিতে যেমন নতুন অর্থ আরোপিত হয়েছে। তেমনি বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জীবনানন্দ দাশ এর মত প্রকৃতির কাছে ফিরে গেছেন কবি মোশাররফ হোসেন খানও :

চুপচাপ বসে পড়ি তরু তমালের শান্ত নীড়ে
এখনে শহর নেই, নেই রূঢ় ধাতব গর্জন,
যেটুকু রয়েছে সে কেবল সিক্ত মাটির অর্জন
যেখানে হারিয়ে যায় মন, প্রকৃতির পূণ্য ভীড়ে।
[সে যেন নওল বৃষ্টিঃ সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

www.pathagar.com

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির নানান উপমার দ্বারা দেশপ্রেমের পাশাপাশি যেমন নারীর প্রতি প্রেম ভালবাসার দিকেও মনোনিবেশ করেছেন, মোশাররফ হোসেন খান কিন্তু তা করেননি। বরং মোশাররফ হোসেন খানের প্রাকৃতিক উপমা দেশপ্রেমে উদ্বেলিত। ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্থের দৃষ্টিতে প্রকৃতি হলো "Mystic Mother" (রহস্যময়ী মা)। মানব জীবনের শান্তনার আশ্রয়স্থল।
ঠিক তেমনি প্রকৃতির লালনকন্যা বাংলাদেশের কাছেও কবি মোশাররফ হোসেন খানের যেন মাতৃদুগ্ধের মতই ঋণ। প্রকৃতির নানান উপকরণকে সাক্ষী রেখে মোশাররফ হোসেন খানের দেশপ্রেম মিশ্রত বিনম্র উচ্চারণঃ

হরিৎ ফসলে ঘেরা সবুজ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে
কি এক সুতীব্র স্বপ্নাবেগে উচ্চারণ করছি -
হে সবুজ প্রান্তর, স্বাক্ষী থাকো
হে বঙ্গোপসাগর, কপোতাক্ষ সাক্ষী থাকো
হে বিহঙ্গ ও পতঙ্গরাজি সাক্ষী থাকো
হে নভোমন্ডল ও গ্রহানুপুঞ্জ সাক্ষী থাকো
আমি এই সবুজ মৃত্তিকারই এক অধঃস্তন কবি -
যে মাতৃদুগ্ধের ঋনের মতো স্বদেশের দায়ভারও সমান বয়ে বেড়াচ্ছে।
[স্বপ্নের সানুদেশ ঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

ইংরেজ কবি জর্জ গর্ডন লর্ড বায়রণ প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছিলেন -

I love not man, less, but Nature More
(আমি মানুষকে ভালবাসি না, কম ভালবাসি,
তবে তার চেয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসি অনেক বেশী।)

আর মোশাররফ হোসেন খান প্রকৃতিকেও যেমন ছাড়েননি, তেমনি ছাড়েননি মানুষকেও। বরং মানুষ আর প্রকৃতির মাঝে গড়েছেন এক চমৎকার সম্মিলন। আর তাই তো তিনি কবিতার পয়ারে অঙ্কন করেছেন দেশপ্রেমে উদ্ভাসিত শ্যামল গাঁয়ের সহজ সরল মুখঃ

সবুজ শ্যামল গাঁ যে আমার
সরল সহজ মুখ,
চাষার বুকে ঢেউ খেলে যায়
ছয়টি ঋতুর সুখ।
[কপোতাক্ষের বাঁকে ঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

সেই সাথে সবুজ বাংলার ভালবাসায় সিক্ত হয়েছে কবির অন্তর ঃ

www.pathagar.com

এই বাংলা আমার বাংলা সবুজ পরিপাটি
ফুল ফসলে নুয়ে পড়া গন্ধে ভরা মাটি ।

[এই বাংলা আমার ঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

এই বাংলায় তার যে বাড়ি তা যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এখানে সবুজের মাঠে শিশির হাঁটে, পাখীদের কণ্ঠে ভাসে গান, পশুদের হাঁক আসে থেকে থেকে, রূপালী নদী চলে এঁকে বেঁকে। সবুজে ঘেরা বাড়ীর রূপময় বর্ণনা তার "আমার বাড়ি" কবিতায় ঃ

আমার বাড়ি
দাওনা পাড়ি
নাওনা তুলে গান,
সবুজ মাঠে
শিশির হাঁটে
পাখির কলতান।

[আমার বাড়িঃ সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

এই সবুজ বাংলায় কখনো কখনো কবির মাতৃভূমির উপর মাকড়সা বিছিয়েছে কর্কট জাল; খুবলে খেতে চেয়েছে মাটি আর মানুষের শ্যামল বঙ্গভূমি। তখন কবিই নিতে চেয়েছেন সেই জঞ্জাল পরিস্কারের দায়িত্ব। সাহসী দেশপ্রেমিকের সংস্কারবাদী উচ্চারণ ঃ

বাংলাদেশের মানচিত্রের উপর মাকড়সার জাল
ওটা তো আমাকেই পরিস্কার করতে হবে।

[স্বদেশ আমার ঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

কপোতক্ষ বিধৌত পলিমাটির সন্তান কবি মোশাররফ হোসেন খান। কোকিলের কুহুগান, ফাগুনের রূপময়ী সৌন্দর্য সবকিছুই যেন তুচ্ছ হয়ে যায় কপোতক্ষের প্রেমের কাছে। তাই তো সব ছেড়ে কবির অন্তর ছুটে যায় কপোতক্ষের বুকেঃ

ফাগুন এলেই আমি কোকিলের ডাক শোনার
প্রতিক্ষায় না থেকে বরং চলে যাই কপোতাক্ষের বুকে

[সাঁতার ঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

William Wordsworth তার **The Resolution & Independence** কবিতায় লিখেছেন -

I heard the woods and distant waters roar;
Or heard them not, as happy as a boyt
The pleasant season did my heart employ

www.pathagar.com

My old remembrances went from me wholly,
And all the ways of men, so vain and melancholy

(আমি শুনেছিলাম বনকুঞ্জের গুণগুণানী এবং দূরের ঝর্ণা ধারার নিক্কন
অথবা সুখী বালকের মত শুনিইনি
একটা সুখী ঋতু অতিবাহিত হতে লাগল আমার হৃদয়ে তখন।
অতীতের সকল কুস্মৃতি যেন বিদায় নিল আমার মন থেকে সব ।
বিদায় নিলো মনের হতাশা যতো আর কষ্টের কাতরতা।)

কী অবাক কান্ড! বাংলার কবি মোশাররফ হোসেন খানের অন্তরও যেন ভরে যায় মায়াবী সুখে, মুছে যায় হতাশা যখন তিনি ছুটে যান তার প্রিয় মাতৃভূমির গ্রামীন জীবনে। পাখীদের কলকাকলী, কপোতাক্ষের স্রোতধারা সবই যেন স্বপ্নমুখর হয়ে ওঠে কবির হৃদয় কন্দরে। প্রিয় স্বদেশের গ্রামীন জীবন এমনই সুখকর কবির দু'চোখ জুড়ে। মায়ের আঁচলের পরশ যেন খুঁজে পান কবি মোশাররফ হোসেন খান তার প্রিয় মাতৃভূমির সবুজ শ্যামলিমায়। উদ্বেলিত কবির আবেগময়ী উচ্চারণ ঃ-

সবুজ শ্যামল এই প্রাণপ্রিয় দেশকে যখনই ডাকি
তখনই যেন আমার মায়ের আঁচলের মতো পরশ বিছিয়ে
বুলিয়ে যায় মমতাঘেরা অপার আদর
....
পদ্মা-মেঘনা-কপোতাক্ষে যার নামে ঢেউ জাগে অবিরত
পাখির কলগুঞ্জনে মুখর হয় যার নামে
সে আমার অজস্র স্বপ্নের বাঁক সবুজ বাংলা।
[স্বপ্নের প্রান্তরঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

বাংলার সবুজ প্রকৃতি, রূপালী নদী, পাখীদের কলকাকলীর প্রতি কবির যেমন অপরিসীম মোহ, বাংলাদেশের বহমান সংস্কৃতির প্রতিও তার তেমনি ভক্তি। ষড়ঋতুর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। হেমন্তকালেই হিম হিম হাওয়া বইতে শুরু করে বাংলাদেশের প্রকৃতিতে। অজস্র শিশিরকণা সবুজ দূর্বাঘাসের বুকে এঁকে দেয় চুম, পাখি ডাকা চির শ্যামল গ্রাম বাংলায় লেগে যায় ধান কাটার ধুম। নতুন ধানের নতুন চালে রান্না করা হয় ভাত, রান্নার সে পাতিলে উঠে ভাতের বোলক। নতুন ধান বিক্রি করে কৃষক মেটায় তার পারিবারিক প্রয়োজন। প্রয়োজনের পাশাপাশি সৌখিনতাও এসে যায় কৃষাণ কৃষাণীর মনে। নতুন শাড়ি, চুড়ি, গহনা ইত্যাদি কৃষাণী আর কৃষাণ বালাদের সখের বস্ত্র। তাই তো নোলক পরে গ্রামীন বালিকা। সে বালিকা যেন কবির আত্মীয় - তার বোন। হোমন্তের হাওয়াকে আপন করে নেন কবি তার বোনের নোলক আর নতুন চালের ভাতের বোলকের মতইঃ

www.pathagar.com

হেমন্তের হাওয়া
সে যে আমার বোনের নোলক
নতুন চালের ভাতের বোলক
আপন করে- পাওয়া।

[হেমন্ত ঃ সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

নিজ জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার পাশাপাশি মাতৃভূমির মানুষের জন্যও কবি তার কবিতায় ছড়িয়েছেন অপরিসীম মমত্ববোধ। দেশবাসীর হাসিতে হেসেছেন অট্টহাসি, মানুষের কষ্টে করেছেন হা-পিত্তেস। দশের কষ্ট নিজের করে গেয়েছেন বিপন্ন প্রহরের বিষাদময় গান। বাংলাদেশকে দেখেছেন কবরস্থান হিসেবে। বহু ত্যাগ তিতিক্ষা, রক্তক্ষরণ, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতার মান আজ ভূলুণ্ঠিত। এখানে শিয়াল শকুনের মতো ধূর্ত কালা মানুষেরা এদেশকে বনিয়েছে সন্ত্রাসের লীলাভূমি। মানুষ মেরে হত্যা করছে পাখির মতো। খুন, ধর্ষন, রাহাজানি, রক্তে রঞ্জিত করেছে বাংলার সবুজ ভূমি। কবির কণ্ঠে তাই তো গগণ বিদারী আর্তনাদ। কারবালার আহাজারী মর্মন্তুদ বিলাপ ঃ

কে জানতো আমার স্বপ্নের চারন ভূমি চলে যাবে
শিয়াল এবং শকুনের দখলে
আর তারা খুবলে খুবলে খাবে
আমার গর্বিত জাতির মাথার ঘিলু
হায়!
গোটা বাংলাদেশই যেন কবরস্থান।

[বিপন্ন প্রহরের ডাক ঃ পিতার পাঠশালা]

কবি আরও লিখেছেন-

দেশকে এখন মনে হচ্ছে এক মৃত্যু গহ্বর
আর মানুষগুলিকে বিষধর অজগর।

[নখের বিস্তারঃ দাহন বেলায়]

শুধু তাই নয়, সবুজ দেশের করুণ চিত্রও হয়ে উঠেছে তার কবিতা। সন্ত্রাসীদের আক্রমনে নিহত হয়েছে স্বামী; বধুর হাতের সুখের কাঁকন গেছে ভেঙে। শরতের যেই চাঁদে মিশে ছিল মায়াবী স্বপন, ফুলের সুবাসে ছিল মোহনীয় ঘ্রাণ, সেই প্রেমময় পরিবেশ হয়েছে বিপন্ন। আকাশের নীল হয়ে গেছে বিবর্ণ। মানুষের কষ্টে প্রেম বলতে আর কিছু নেই। এখানে প্রেয়সীর প্রেমও শুকিয়ে গেছে জলহীন নদীর মতো। তাই তো কবির কবিতায় ভেসে উঠেছে কষ্টের গীতালীঃ

www.pathagar.com

ভেঙে গেছে সুখের কাঁকন সবুজের দেশে
ভেঙ্গে গেছে হলুদ স্বপন নীলিমার ছাদ
ফেটে গেছে ধবল দুধেল শরতের চাঁদ
নিয়ো না ফুলের সুবাস অমল কেশে
ভুলে যাও বন্ধ্যা দেশের মায়াবী স্বাদ।

[ভেঙে গেছে ঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকর আক্রমনের ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন কবির মন। নিজের স্বদেশকে কল্পনা করেছেন প্রেয়সী সুমনা হিসেবে। তাকে উপদেশ দিয়েছেন পাড়া পড়শীর আক্রমন থেকে সাবধান থাকতে। দুষ্টু প্রতিবেশী আছে অনেকেই। তাদের নষ্টামী নষ্ট করতে পারে প্রেয়সী স্বদেশকে।

তাই তো কবির মনে এত উদ্বিগ্নতা ঃ

শুনছি পড়শীরা এখন বেজায় বদরোখা
ক্ষুধিত বাঘের মতো ঢুকে পড়তে পারে তোমার ঘরে
বপন করতে পারে অশুচীর বীজ তোমার উদরে।

[প্রবাস থেকে লিখছি ঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। কিন্তু সেই স্বাধীনতার স্বাদ যেন আজও পাওয়া যায়নি দুষ্টু চক্রের নীল থাবার কারণে। স্বাধীন দেশের মানুষেরা আজও কথা বলতে পারে না স্বাধীন ভাবে, প্রকাশ করতে পারে না নিজের স্বাধীন মতামত। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের যে মৌলিক চাহিদা, সে চাহিদা পূরণ করতে পারছে না সাধারণ মানুষ। গুটি কয়েক ক্ষমতালোভী মানুষ কেবল ভোগ করছে সুখবিলাসের জীবন। তাই তো কবির স্পর্শকাতর হৃদয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে জাহান্নামের আগুন।

আমার হৃদয়ে জ্বলে দাউ দাউ করে
অনুভূতির জাহান্নাম
দেখতে পারিনে আর স্বাধীনতার
ছেঁড়া খোঁড়া ঝলসানো দেহ।

[ফণা ঃ নেচে ওঠা সমুদ্র]

কবি আরও লিখেন -

চারদিকে জ্বলে ওঠে লাল শিখা, জ্বলে বিভীষিকা,
মানচিত্র চেটে খায় ধূর্ত কাক, কালের ইদুঁর।

[ফেরাও কসম ঃ নেচে ওঠা সমুদ্র]

www.pathagar.com

দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্যই শুধু কবি উদ্বিগ্ন নন। দূর্বাঘাসের মত সারা বাংলাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে ঘুষ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এবং দূর্নীতি। কলমের পাওয়ার যাদের আছে, তারা কলমের প্যাঁচে করছে দূর্নীতি, যারা বই লিখছে তারা বইয়ের পাতায় করছে দূর্নীতি। যারা চেয়ার টেবিলে বসে আছে, তারা চেয়ার টেবিলে বসেই চলিয়ে যাচ্ছে দূর্নীতি। টাকা পয়সা, পোশাক আশাক, সংবাদ, বিনোদন প্রভৃতিতে যেমন দূর্নীতি আছে; যারা ক্ষমতায় যাচ্ছে, ক্ষমতার মসনদে বসে তেমনি তারাও দেদারছে করে যাচ্ছে দূর্নীতি। দূর্নীতিতে ছেয়ে গেছে দেশ। দেশপ্রেমিক কবি মোশাররফ হোসেন খানের মনে তাই তো বাজে বেদনার বীণ। কষ্টে কাটে রাত্রি এবং দিন। প্রতিনিয়ত মরমে মরছেন কবি। তার ঘৃণাভরা কাতর কণ্ঠের উচ্চারণ ঃ

ঘাতক ঘুমিয়ে আছে কলম দানীতে
কালির দোয়াতে, লেখার কাগজে
বইয়ের অক্ষরে, চেয়ার টেবিলে,
টিভির পর্দায়, জামার আস্তিনে
জুতার ফিতায়, সচল আনিতে।

[ঘাতক ঘুমিয়ে আছে ঃ দাহন বেলায়]

বিবেকবান মানুষের কষ্টের সীমা নেই। পেপার-পত্রিকা খুললেই খুন-ধর্ষন, রাহাজানি, ছিনতাই প্রভৃতি অপকর্মের খবর। খবর পড়তে গেলে অন্তর জ্বালা করে, চোখ ফেটে আসে জল। সেই তো রাজা যার ক্ষমতায় আছে বল। দেশকে ভাল বাসেন যিনি, তার মনে অবিরত বয়ে চলে বেদনার ঢল। কবির দিব্য চোখে ভেসে উঠে হিংস্র থাবায় রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত বাংলাদেশের শরীর। বেদনাতুর হয়ে পড়ে কবির কোমল হৃদয়। সে খবর ছাপা হয় পত্রিকার পাতায়। বিবেকবান মানুষের চোখ জ্বালা করে উঠে সে খবর পড়ে। সারা দেশের সংবাদপত্রের প্রতিটি অক্ষর যেন হয়ে ওঠে বিষাক্ত নীল, বিষধর অজগর। আর মোশাররফ হোসেন খানের কবিতার ডায়েরীতে উঠে ঝর ঃ

বৃষ্টিতে ভিজে প্রতিদিন ঘরে ফিরি চব্বিশ পৃষ্ঠার
বিষাদ আর দূর্ভাবনা নিয়ে।
সংবাদ পত্রের প্রতিটি বর্ণই যেন একেকটি বিষধর অজগর।
.....
বড়ডো দগ দগ করছে বিষাক্ত ক্ষত গুলো,
দেশটির দিকে আর তাকাতে পারছিনা।

[শ্রাবন এখন ঃ বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা]

ক্ষমতার মসনদে যারা আছেন তাদের দানবীয় থাবায় ক্ষত বিক্ষত হয়েছে কবির অন্তর। তার দু'চোখের থেকে মুছে গেছে ঘুম। এমনকি ঘুমের মধ্যেও তিনি দেখেন দুঃস্বপ্ন। তিনি স্বপ্নে দেখেন- একটা নেড়ী কুকুর অনবরত তাড়া করছে তাঁকে।

www.pathagar.com

নষ্ট করে ফেলছে তার আহার্য্য, বাজারের রসদ সামগ্রী। এমনকি তার দুগ্ধ পোষ্য ছোট্ট ছেলের খাদ্য দুধের কৌটাতেও পেচ্ছাব করে দেয় নেড়ী কুত্তাটা। এমনি ভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে সারা বাংলার মানুষের জীবন ধারনের আহার্য্য। অবশেষে উর্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছেন আক্রান্ত কবি। তবুও রক্ষা হয় না বাজারের ব্যাগ। নষ্ট হয় খাবার। শুধু কবিই দৌড়াচ্ছেন না, দৌড়াচ্ছেন সারা বাংলার নিপীড়িত মানুষ। কিন্তু পালানোর পথ কোথায়? সময়ের সিংহদ্বারে যে বসে আছে দানবীয় নেড়ী কুকুর। এমনি করে উদ্বেগের দাহন সমুদ্রে ভেসে চলেছেন কবি। তাই তো কবির কলমে এমন উদ্বিগ্নতার ঝড় ঃ

আজকাল প্রতিটি রাতেই ঘুম ভেঙ্গে যায় দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে
দেখি- একটি নেড়িকুত্তা - লোম নেই শরীরে তার
লেজটাও খসে গেছে, বাম পাশে দগ দগে ক্ষত -
বসে আছে সময়ের সিংহ দ্বারে।
আমাকে দেখেই নেড়িটা কেমন ভয়ঙ্কর দানবীয় দাঁত বের করে
তেড়ে আসে ক্ষিপ্ত গতিতে।
আর আমি উর্ধশ্বাসে দৌড়ুতে গিয়ে আমার হাত থেকে
পড়ে যায় চাল ডাল এবং তরতাজা সব্জির প্যাকেট।
ও কি জানে, ঐ প্যাকেটে রয়েছে আমার দুগ্ধ পোষ্য বাচ্চার
জীবন ধারনের ডানোর কৌটা!
লোম ওঠা নেড়ীর দাপটে আমাকে দৌড়ুতে হয় উর্ধশ্বাসে
আমার বাজারের প্যাকেটের ওপর দাঁড়িয়ে কেমন ঠ্যাং উঁচু করে -
পেচ্ছাব করে দেয় কুত্তাটা।

[খোয়াব ঃ বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা]

অবশেষে পিছনের দেয়ালে ঠেকে যায় দেশ প্রেমিক কবির পিঠ। তাইতো প্রতিবাদে ফেটে পড়েন কবি। বিদ্রোহের অনলে জ্বলে উঠে কবির অন্তর। দ্রোহের বারুদ হয়ে যায় কবির অমর পঙ্ক্তিমালা ঃ

আমার এখন ইচ্ছে হয় একজন দেশদ্রোহীর মত বারুদ বিষাদে জ্বলে উঠতে
ইচ্ছে হয় আগুনের লাল শিখায় দগ্ধিভূত করি স্বাধীনতার আজন্ম নগ্ন দেহ
ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেই বেলুনের মত শুন্যে ভাসমান বাতাসে, অদৃশ্য গোলকে
একটি স্বাধীনতার জন্যে, একটি পবিত্র মুখের জন্যে আর কতকাল অপেক্ষা করব!
আর কত কাল পুষে রাখবো আহিমাদ্রি স্ফুলিঙ্গ, শেকল ভাঙ্গার বাসনা!
হে স্বাধীনতা !

.....

আমি শুধু দেখতে চাই তোমার আবৃত বুকের উপর গজিয়ে ওঠা সাদা গম্বুজ
যে গম্বুজের নিশান ছুঁতে পারবে না কোন শকুন কিংবা বাজের নখর।

[সাদা গম্বুজঃ মেচে ওঠা সমুদ্র]

www.pathagar.com

দ্রোহের আগুনে জ্বলে কবি মোশাররফ হোসেন খান। আশায় বাঁধেন বুক। দেশপ্রেমের বৃষ্টিস্নাত কামনায় আশা করেন সুন্দর দেশের মুখ। তাই তো কবির কলমে আশার বানী ঃ-

ভয় কি স্বদেশা!
আজ না হলেও কাল কিংবা দু'দিন পর
ভূমিষ্ট হবেই হবে জালিমের দুশমন
যে তোমার সতীত্ব এবং সব ঘর দরোজা
পাক পবিত্র রাখার জন্যেই হবে যথেষ্ট।

[প্রবাস থেকে লিখছি ঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

তাই তো দেশের জন্য কবির বুকের ভেতর ভালবাসা। চোখের মণিতে নতুন দিনের আলো আশা। সেই আশাতে থাকে যদি আস্থা, থাকে যদি স্বপ্নময়ী আবেগ,
একদিন পরিশোধিত হবেই দেশের মানুষ। নদীর বুকে জেগে ওঠা নতুন চরের মতই জেগে উঠবে পবিত্র দেশের উদ্বেগহীন সোনামাখা মাটি। তাই তো কবির আহ্বানঃ

জাগাও আস্থার ঝড় শুধু স্বপ্নাবেগ
সামনে নতুন চর- উধাও উদ্বেগ

[নতুন চরঃ সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

শুধু দেশের ভালবাসাতেই তৃপ্ত থাকেনি কবির মায়াবী অন্তর; বাংলা ভাষার জন্যও উদ্বেলিত হয়েছে কবির পাললিক হৃদয়ভূমি। তার ভাষার প্রিয় বর্নমালা যেন চিরজাগরুক। মায়ের মায়াবী আঁচলের মতোই শীতল তার সমভ্রান্ত বর্নমালা। কবির ভাষায়ঃ

আমার প্রিয় বর্নমালা
কখনো শাল বৃক্ষের মতো সুদৃঢ়
আবার কখনো বা মায়ের মায়াবী আঁচল।

[জাগ্রত বর্নমালাঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

অথবা

বাংলা আমার বাংলা আমার
যতই বুলি মুখে,
আসলে ভাই বাংলাটা যে
মিশেই আছে বুকে।

[বাংলা ভাষাঃ সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

গাছ গাছালীর ছায়া ঢাকা, নানান প্রজাতির পাখি ডাকা সবুজ বাংলাদেশের কোলে জন্ম নিয়েছেন কবি। বেড়ে উঠেছেন এই সবুজ ভূমির মায়াময় কোলে। তাই তো কৃতজ্ঞতার শেষ নেই কবির মনে। সবুজের সমারোহ কেড়েছে কবির স্পর্শকাতর অন্তর।

www.pathagar.com

মায়ের কোলে শুয়ে একটা শিশু যেমন নির্বিঘ্নে এবং নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়তে পারে, কবি মোশাররফ হোসেন খানও তেমনি নিজেকে জড়িয়েছেন সবুজের মায়াময় কোলে। বড় সুখে দেশপ্রেমে আপ্লুত হয়েছেন সবুজ মায়ার কোলে। আর দুই চোখে তার হাজার সুখের সাগর বেয়ে চলে। সেই সাগরের ঢেউ দোলে তার কাব্যিক বুকের ভেতর। উল্লাসে তাই কবির কলমে লেখা হয় উচ্ছ্বাসনামাঃ

এ দেশ আমার
এই যে আমি
সবুজ মায়ার কোলে,
এ দেশ আমার
স্বপ্ন-সাগর
বুকের ভেতর দোলে।

[এ দেশ আমারঃ সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

দেশের জন্য ভালবাসার যেন শেষ নেই মোশাররফ হাসেন খানের অন্তরে। পৃথিবী জোড়া যত সুখ আছে তার চেয়ে বেশী সুখ যেন কবির স্বদেশে। তাই তো কবির হৃদয় আকুল হয় দেশ প্রেমে। দেশের ভালবাসার জন্যই যেন কবির অন্তরে সৃষ্টি হয় সুরেলা গান। দেশের জন্য ভালবাসায় কবির হৃদয়ে বয়ে যায় বান। আর সেই ভালবাসাই হয়ে উঠে আকুল কবিতা-

স্বদেশ আমার সূর্য হাজার রাজ্যি সেরা সুখ
সবুজ সোনা আল্পনাতে ভাসে তারই মুখ
স্বদেশ আমার ব্যকুল হৃদয় আকুল করা গান
দেশের জন্য ভালবাসা বান ডেকেছে বান।

[দেশের জন্য ঃ সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

#

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় নারী

এ কে আজাদ

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে খৃষ্টান পাদরীরা মনে করত **Woman has no soul** "নারীর কোন মন নেই"। আসলে কথাটি কি সত্য? তারা কোন্ প্রেক্ষিতে কি কারণে নারীদের সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করেছিলেন জানি না। কেননা নারীরা তো দিব্যি সংসার ধর্ম পালন করছেন, সন্তান জন্ম দিচ্ছেন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন পুরুষের পাশাপাশি অবদান রেখে চলেছেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেও তাদের পদচারনা পুরুষের প্রায় সমানভাবে লক্ষনীয়। তাদের অনেক অবদানে পৃথিবী হয়েছে ধন্য। সেই সাথে তারা কন্যা-জায়া-জননী হিসাবেও সংসারে তাদের অবস্থান করতে পেরেছেন পাকাপোক্ত। এমন কি কাজী নজরুল ইসলাম তো লিখেছেনঃ

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

[নারী ঃ সাম্যবাদী]

শুধু তাই নয়, ইসলাম ধর্ম নারীকে দিয়েছে অনেক মর্যাদা। ঘোষণা করেছে "আল জান্নাতু তাহ্‌তা আক্বদামিল উম্মুহাতে- "মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত (হাদীস)" । সেই সাথে অধিকার বঞ্চিত নারীদেরকেও দিয়েছে তাদের পিতা-মাতা, স্বামী, সন্তান সহ তাদের পূর্বপুরুষের সম্পদের উত্তরাধিকার। তবে নারীর প্রেমে বিরহী অনেকেই নারীর সমালোচনা করেছেন সে কথা সত্য। যেমন কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন "দুনিয়ায় সবচেয়ে মস্ত হেয়ালী হচ্ছে মেয়েদের মন" (ব্যাথার দান)। তবে, যাই হোক, নারীর যে সমালোচনা - তা আর দশজন পুরুষের যেমন সমালোচনা করা হয়, তেমনি নারীর সামাজিক অবস্থান ও ভাল-মন্দ কার্যাবলীর সমালোচনা করাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই তো নারী বার বার আলোচনায় আসে। সমালোচনায় আসে। আসে সাহিত্যের রকমারী বর্ণনায়। কখনো নন্দিত, আবার কখনো নিন্দিত। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের বাংলা কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতাতেও নারী এসেছে। কখনো আলোচিত, কখনো সমালোচিত। কখনো মায়ের মমতা নিয়ে এসেছে নারী, কখনো বোনের ভালবাসা নিয়ে। কখনো স্নেহের আত্মজা, কখনো সাহসী নারী, আবার কখনো হিংসুটে ডাইনী।

www.pathagar.com

সমাজ বাস্তবতার নানান পরতে পরতে নারীর যে ছাপ, তার অনেক খানিই ছাপা হয়েছে কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায়।

নারী মাতা। নারী জন্ম দাত্রী। দশ মাস দশ দিন সন্তানকে গর্ভে ধারন করেন মা। আবার জন্ম দেয়ার পরেও কত না কষ্ট সহ্য করে কোলে পিঠে করে সন্তানকে লালন পালন করেন তিনি। সন্তানকে বুকের দুধ পান করান মা। আল্লাহ্‌র কি নিয়ামত! ছোট্ট শিশু যখন কিছুই খেতে পারে না, মা সেই শিশুকে নিজের রক্তের নির্যাস অমৃত সুধা বুকের দুধ খাওয়ান। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই মহান দায়িত্ব পালন করেন মমতাময়ী মা। যত প্রকারের ভিটামিন ও পুষ্টি সবই থাকে এই দুধের ভেতর। আল্লাহর অপার করুণার দান এই দুধের ভেতরই থাকে রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি। আজকের বিজ্ঞান সে কথা প্রমাণ করে মানুষকে মায়ের কাছে করেছে আরও অনেক বেশী ঋণী। মায়ের কাছে সন্তানের এ ঋণ, চির জনমের ঋণ। এ ঋণ শোধ হয় না কোন দিন।
তাই তো শিল্পীর কণ্ঠে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতার সুরেলা ধ্বনিঃ

মায়ের এক ধার দুধের দাম
কাটিয়া গায়ের চাম
পা-পোশ বানালেও ঋণের
শোধ হবে না, আমার মা।

মায়ের সে ঋণের কথা ভুলতে পারেননি কবি মোশাররফ হোসেন খানও। তাই তো মায়ের কথা ভাবলেই উদাস হয়ে পড়েন কবি। দেশ বিদেশে যেখানেই ঘুরেন না কেন, মায়ের কথা কখনই ভুলতে পারেন না তিনি। তিনি ঘুমের ঘোরেও স্বপ্নে দেখেন মাকে। আঁকেন মায়ের ছবি। মায়ের কাছে চিঠি লেখেন কবি মনের ঠিকানায়। মায়ের ভালবাসা আর হৃদয় নিংড়ানো গভীর আদরে অভিভূত কবি মাঝ রাতে বসেও ভাবেন মায়ের কথা। কেননা মায়ের সে আদর পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ভাবতে ভাবতে উদাস হয়ে পড়েন কবি।

আর কবিতার পয়ারে লেখেন মায়ের ভক্তিনামাঃ

www.pathagar.com

একলা বসে নিঝুম রাতে
ভাবি মাগো তোমার হাতে
পরশ মাখা আদর মায়া
কোথায় বলো পাই
মাগো।
তোমার কথা ভাবি যখন
উদাস হয়ে যাই।

[মাঃ সবুজ পৃথিবীর কম্পন]

নারী শুধু সন্তানই জন্ম দেন না, সন্তানকে কোলে পিঠে করে মানুষও করেন। সন্তানের শুভ কামনায় নত হন- মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে। আর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে সন্তানের বুক। তাই তো কবি লেখেনঃ

প্রতিদিন আমার মা কে দেখি সাঁঝের দীর্ঘ প্রার্থণায়
সাগর আড়ষ্ট হয়ে নেমে আসে তাঁর জ্যোতির্ময়ী কাজল চোখে।
ঝিলিক দেয় মসৃন চিবুকে সজল রঙধনু।

মায়ের আশীষ কামনায় বেড়ে যায় আমার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা, চঞ্চলতা
শ্বাস-প্রশ্বাসের সুরে সুরে তখনো-
তখনো হিন্দোলিত হয় আমার রক্ত কণিকায় প্রার্থনার দিগন্ত
মায়ের ভেজা ভেজা আরুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

[মা'কেঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

যে নারী মাতা, সে নারীর প্রতি মানুষের আজন্ম টান। নাড়ির টানে তাই তো কবি গেয়ে ওঠেন গান। মা যেখানে বাস করেন, সে মাটির প্রতি অপরিসীম মমতা। তাই তো কবির মন বার বার ছুটে যায় কপোতাক্ষের বাঁকে। কবি লিখেছেনঃ

মায়ায় ঘেরা গাঁ-টি আমার
জড়িয়ে আছে মাকে,
কপোতাক্ষের বাঁকে
আমার মনটা পড়ে থাকে।

[কপোতাক্ষের বাঁকেঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

www.pathagar.com

নারী যখন মেয়ে হয়, ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে, আদরের শেষ নেই। জাহেলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তান কোন ঘরে জন্ম গ্রহন করলে তাকে হত্যা করা হত নির্মম ভাবে। অথচ সেই নারী যখন সন্তান হয়ে জন্ম নেয় বাংলাদেশী বাবার ঘরে, কত না আদরে আর সমাদরে হয় নন্দিত। মুখে কথা ফুটে যখন, মা-বাবার আনন্দের সীমা থাকে না। সে আনন্দ যখন কবির ঘরে, তখন তা উস্থাপিত হয় ছন্দের পয়ারেঃ

মুখে কথার খই ফোটে
হাসিটাও ঝোলে ঠোঁটে
কাজ নিয়ে রাত দিন
ব্যস্ত ভীষণ নাওরিন।

[আমাদের নাওরিনঃ স্বপ্নের সানুদেশ]

নারী মায়ার আধার। নারীতেই এসে পুরুষ খুঁজে শান্তির শ্বেত কবুতর। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেনঃ

চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারেই দু'দন্ড শান্তি দিয়েছিল
নাটোরের বনলতা সেন

যেই বনলতা সেন স্বস্তি দেয়, শান্তি দেয়, সেই বনলতা সেন কখনো হয়ে ওঠে সাহসী নারী। জন্ম দেয় একেক জন বীর সেনাপতি। তারাই যুদ্ধ করেন। দেশ রক্ষা করেন। বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে রক্ষা করেন স্বদেশের সার্বভৌমত্ব। সেই বীরের আকাঙ্খা এবং প্রার্থনাও শোনা যায় নারীর মুখেঃ

প্রভূ আমার গর্ভে জন্ম নেয় যেন সিংহ শাবক,
বারুদের গন্ধে পুষ্ট অগ্নি শিশু,

[প্রবাস থেকে লিখছিঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

আর কবিরও কামনা তাইঃ

নারীর কাছে চাইনে কিছু
শুধু বলি যোদ্ধা দাও

[প্রস্তুতিঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

www.pathagar.com

কবির বাসনা- তার কবিতা পড়ে হয়তো কোন দিন কোন নারীও হয়ে উঠতে পারে সাহসী। প্রসব করতে পারে সিংহ শাবক। তিনি লিখেছেনঃ

আমার কবিতা পড়ে যদি কোন রমনী
প্রসব করে বসে হিংস্র শাবক .. ..

[পূর্ব লেখঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

যে নারীর গর্ভে জন্ম নেন দিগ্বিজয়ী বীর, সেই নারীই কখনো কখনো হয়ে ওঠে শনির আখরা। অনিষ্টের ছোবলে বিষময় করে তোলে দেশ থেকে দেশান্তর। ইংরেজী সাহিত্যের বিশ্ব বিখ্যাত নাট্যকার ও কবি শেক্সপিয়র লিখেছেনঃ

Frailty thy name is woman (Hamlet)
(হে নারী শঠতাই তোমার নাম)।

আরেক জন নাট্যকার জন ড্রাইডেন আক্ষেপ করে লিখেছেনঃ

O Woman! Woman! Woman!
All the Gods have not such power of doing good to man
As you have of harm!

[All for love]

(হে নারী! নারী! নারী! সমস্ত দেবতাদেরও সেই শক্তি নেই
মানুষের সেই ক্ষতি পূরণের
যে শক্তি আছে তোমার, মানুষের ক্ষতি করার)

নারী ক্ষতি করে মানুষের, সে ক্ষতি কখনো বিরহের, কখনো সম্মানের, কখনো অর্থের, কখনো সমাজের, আবার কখনো রাষ্ট্রের। কখনো ডাইনী সেজে আহ্বর করে মানব সমাজে, অনিষ্টের অগ্নিকুন্ডে ভস্মিভূত করে মানুষের কলিজা। সীমাহীন কষ্টের নোনা জলে ভেসে চলে মানব সমাজ। ডাইনীর আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত তেমনই এক সন্ত্রস্ত সমাজের চিত্র অঙ্কন করেছেন কবি মোশাররফ হোসেন খানঃ

www.pathagar.com

একটি নেড়ি কুত্তা-লোম নেই শরীরে তার
লেজটাও খসে গেছে, বামপাশে দগদগে ক্ষত
বসে আছে সময়ের সিংহ দ্বারে।
আমাকে দেখেই নেড়িটা কেমন ভয়ঙ্কর দানবীয় দাঁত বের করে
তেড়ে আসে ক্ষিপ্ত গতিতে।
আর আমি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে গিয়ে আমার হাত থেকে
পড়ে যায় চাল ডাল এবং তরতাজা সব্জির প্যাকেট।
ও কি জানে- ঐ প্যাকেটে রয়েছে আমার দুগ্ধ পোষ্য বাচ্চার
জীবন ধারনের ডানোর কৌটা।
লোম ওঠা নেড়ির দাপটে আমাকে দৌড়ুতে হয় উর্ধ্বশ্বাসে।
আর আমার বাজারের প্যাকেটের ওপর দাঁড়িয়ে
কেমন ঠ্যাং উঁচু করে পেচ্ছাব করে দেয় কুত্তাটা।

[খোয়াবঃ বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা]

নারীর হিংস্রতায় যেমন ক্ষিপ্ত হয়েছেন, ঘৃণার ঝড়ে উড়িয়েছেন ছন্দের লাল ওড়না, তেমনি নির্যাতিত নারীর কষ্টেও কেঁদেছেন কবি মোশাররফ হোসেন খান। এমন কি যুদ্ধের জন্যও ঘর ছাড়তে প্রস্তুত আছেন নিপীড়িত নারীর স্বাধীনতা রক্ষায়। তিনি লিখেছেনঃ

আফ্রিকার যে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদেরকে পুড়িয়ে
হত্যা করা হলো তাদেরও ছিল
রক্ত মাংস হাড়-হাড্ডি জীবন এবং যৌবন

[সাদা গম্বুজঃ নেচে ওঠা সমুদ্র]

সাহসী মেয়ে আফগান।
তোমার নদীতে আজ সে কি তুফান। সে কি গর্জন।
আর তাই তৃতীয় বারের মত ছেড়ে এলাম ঘর
দেখ ভালবাসার হাতে আজ গর্জে ওঠা আগ্নেয়াস্ত্র
দ্রিম দ্রিম যুদ্ধের হাতিয়ার।

[আরেক বসন্তের অপেক্ষায়ঃ নেচে ওঠা সমুদ্র]

www.pathagar.com

তবে সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় রোমান্টিক প্রেম খুঁজে পাওয়া বড় দুঃস্কর। কবিদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ সহসাই শোনা যায়- নারীর প্রেমে ছ্যাঁকা খেয়েই না কি কেউ কেউ কবি হন। সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে প্রায় সব কবির কবিতাতেই নারী পুরুষের প্রেম-ঝর্ণায় আবেগাপ্লুত-নুড়ির কঙ্কন আছে। নারীর কামনা-দীপ্ত শরীরের নান্দিপাঠ আছে। আছে রমণীর রমণীয়তা। এমন কি অশ্লীলতার শেষ বিন্দুতেও কেউ কেউ ঠেকিয়েছেন কবিতার কম্পাস। সেই সাথে বিরহের সকরুণ আর্তির রক্তক্ষরণও আছে কবিতার গোলাপী তুলতুলে কপোলে। কিন্তু কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতার শরীরে এর ন্যূনতম ছোঁয়াও বিধৃত হয়নি আমার লেন্সের পাওয়ারে। সে কথা অবশ্য কবিও স্বীকার করেছেন তার কবিতার পয়ারেঃ

জানিনে পাখির বয়ান কিংবা পালন
শিখিন প্রেমের পাঠ নমিত ছবক
আগুনের উনুনে বসে নিয়েছি তবক
হৃদয়ে করেছি রোদ-রুদ্রতা লালন।
[শিখিনি প্রেমের পাঠঃ হৃদয় দিয়ে আগুন]

রূঢ় সময়ের কষাঘাতে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছেন কবি। আধুনিক যুগের পাথুরে সভ্যতার কাছে বিলীন হয়ে গেছে রাঁধা কৃষ্ণের প্রণয়-লীলা। ভিন দেশী অপশক্তির বেড়াজালে আটকে গেছে স্বদেশের সমৃদ্ধি। আকাশ সংস্কৃতির ছোবলে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাই করছে দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য। নিজ দেশের কল-কারখানা আজ হুমকীর সম্মুখীন। মুক্তবাজার অর্থনীতির কবলে পড়ে কাতরাচ্ছে দেশীয় পণ্য। হাইব্রিড ফসলের চাপায় পড়ে শ্বাসকষ্টে ভুগছে স্বদেশীয় স্বাদ।

তখন কি নারীর প্রেম আকৃষ্ট করতে পারে একজন দেশপ্রেমিক পুরুষকে? কেননা অনেক বীরই তো বাসর ঘরে নব-পরিণিতা স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গেছেন যুদ্ধের ময়দানে। নব বধুর মেহদীপরা টুকটুকে হাত রেখে চুমু খেতে বাধ্য হয়েছেন শক্ত কঠিন তরবারীর ইস্পাত হাতলে। তাই বুঝি কবির কলমেও ঝরে পড়ে হতাশার বাণীঃ

বলো কিভাবে আমরা শব্দ সঙ্গীত কিংবা প্রেমকলায় মুগ্ধ হবো
লম্পট ষাঁড়েরা দেখ ক্রমাগত ঢুকে যাচ্ছে আমাদের সজীব শস্যক্ষেতে

www.pathagar.com

চীনের প্রাচীর টপকে ইঁদুরেরা ঢুকে যাচ্ছে আমাদের বসত ভিটেয়
আর একটা বাজপাখির ডানার ঝাপটায় প্রকম্পিত এশিয়ার হৃৎপিন্ড।
[সাদা গম্বুজঃ নেচে ওঠা সমুদ্র]

তবে হ্যাঁ, এ কথা কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, নারী পুরুষের যে সামাজিক সম্পর্ক তা থেকেই মূলতঃ মানুষে মানুষে রক্তের সম্পর্ক গড়ে উঠে। সভ্যতার স্বপ্ন দেখে মানুষ। স্বপ্ন দেখে আশার। স্বপ্ন দেখে ভালবাসার। স্বপ্ন দেখে উন্নত জীবন পাবার। সর্বোপরি মাথা উঁচু করে বাঁচবার। যেখানে যুদ্ধ হয়, বোমা ফাটে, রক্তের নহর ছোটে, সেখানেও নারী পুরুষের ভালবাসা থাকে। প্রেমলীলা থাকে। সন্তান জন্ম নেয়। নারীর কোমল পরশে সিক্ত হয় পুরুষ। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ফিলিস্তিনের কথা উল্লেখ করতে পারি। ইরাক, লিবিয়া, কাশ্মীর, সোমালিয়াসহ পৃথিবীর প্রভৃতি যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে যুদ্ধ চলছে, বিগ্রহ চলছে, কিন্তু নারী পুরুষের সম্পর্ক থেমে নেই।

অনেক কষ্টের ভেতরেও প্রেয়সীর হাসিতে মুক্তোর দানা খুঁজে ফিরছে যোদ্ধা প্রেমিক। এমন কি আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তো "ফেয়ারওয়েল টু আর্মস" এর মত যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে বসবাসরত স্বামী-স্ত্রীর প্রেমময় জীবন নিয় লিখেছেন অমর কাহিনী। সুতরাং যে কোন অবস্থাতেই নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে কাব্য হতে পারে। নারী পুরুষের প্রেম নিয়ে অমর রচনা হতে পারে।

পরিশেষে, কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা পর্যালোচনায় এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, তার কবিতায় মায়ের মমতা আছে। বোনের ভালবাসা আছে। মেয়ের স্নেহ আছে এবং প্রেমিকার কাছ থেকে ছুটি নেয়া আছে। কিন্তু রমণীয় রমনীয়তা নেই। ষোড়শীর কমনীয়তা নেই। শুধু শরতের কাশফুলের তুল তুলে গালে দুষ্টু দখিনা হাওয়ার ছোঁয়া নেই। সেই সাথে প্রণয়ের পেলবতা নেই। আর বিরহের দীর্ঘ নিশ্বাসও নেই। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কোন কোন কবির কবিতায় শিল্পের নামে কামুকতার যে নূপুর-নিক্কন ছিল, মোশাররফ হোসেন খানের কবিতায় তার লেশ মাত্রও নেই। তবে বাস্তবতার নিরীখে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের দু'একটি খন্ডচিত্র থাকলে মন্দ কিসে? নাই বা হলাম নীল যৌনতার বিষে। #

www.pathagar.com

জীবনপঞ্জি

নাম ঃ মোশাররফ হোসেন খান।
পিতা ঃ ডা. এম.এ. ওয়াজেদ খান।
মাতা ঃ বেগম কুলসুম ওয়াজেদ।
জন্ম ঃ ২৪ আগস্ট, ১৯৫৭।
জন্মস্থান ও স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম-বাঁকড়া, ডাকঘর-বাঁকড়া, থানা-ঝিকরগাছা, জেলা-যশোর।
বর্তমান ঠিকানা ঃ বাসা ঃ ৭১/৩ খিলগাঁও বাগিচা [৪র্থ তলা], ঢাকা-১২১৯।
পেশা ঃ সম্পাদনা ও লেখালেখি।
বর্তমান কর্মস্থলঃ সম্পাদক, মাসিক নতুন কলম ২৩০, নিউ এলিফ্যান্ট রোড [৪র্থ তলা], ঢাকা ১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬২৭০৮৬ [অ]। মোবাইল ঃ ০১৫৫২৩২৪৮৯৭, ০১৭২৭৪৭৫৭৯৯।
সম্পাদক, মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০ ফোন ঃ ৯৫৬৩৮১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্নাতক।
বিবাহ ঃ ১৯৮৭। স্ত্রী–বেবী মোশাররফ।
সন্তান সন্ততি ঃ এক পুত্র– নাহিদ জিবরান, দুই কন্যা– নাওশিন মুশতারী ও নাওরিন মুশতারী।

প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জি

কবিতা

১. হৃদয় দিয়ে আগুন [১৯৮৬], ২. নেচে ওঠা সমুদ্র [১৯৮৭] , ৩. আরাধ্য অরণ্যে [১৯৯০], ৪. বিরল বাতাসের টানে [১৯৯১], ৫. পাথরে পারদ জ্বলে [১৯৯৫], ৬. ক্রীতদাসের চোখ [১৯৯৭], ৭. নতুনের কবিতা [২০০০], ৮. বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা [২০০২], ৯. দাহন বেলায় [২০০২], ১০. কবিতাসমগ্র [২০০৩], ১১. সবুজ পৃথিবীর কম্পন [২০০৬], ১২. পিতার পাঠশালা [২০০৯], ১৩. স্বপ্নের সানুদেশ [২০০৯], ১৪. আমার ছড়া, [২০০৫]।

গল্প

১৫. প্রচ্ছন্ন মানবী [১৯৯০], ১৬. সময় ও সাম্পান [১৯৯৪], ১৭. ডুবসাঁতার [২০০১], ১৮. জীবনস্রোত [যন্ত্রস্থ]।

www.pathagar.com

প্রবন্ধ

১৯. বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের হাওয়া [যন্ত্রস্থ], ২০. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রতিভা [যন্ত্রস্থ],
২১. বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য [২০০৪], ২২. কবিতার কাজ কাজের কবিতা [যন্ত্রস্থ]।

শিশুসাহিত্য

২৩. সাহসী মানুষের গল্প, প্রথম খণ্ড [১৯৯৪], ২৪. সাহসী মানুষের গল্প, দ্বিতীয় খণ্ড [১৯৯৯], ২৫. সাহসী মানুষের গল্প, তৃতীয় খণ্ড [২০০২], ২৬. সাহসী মানুষের গল্প, চতুর্থ খণ্ড [২০১০], ২৭. রহস্যের চাদর, [১৯৯৯], ২৮. অবাক সেনাপতি, [১৯৯৯], ২৯. দূর সাগরের ডাক, [২০০২], ৩০. কিশোর কমান্ডার, [২০০৫], ৩১. ছড়ির তরবারি, [২০০৪], ৩২. কিশোর গল্প-১, [২০০৪], ৩৩. কিশোর গল্প-২, [২০০৪], ৩৪. জীবন জাগার গল্প, [১৯৯৯], ৩৫. সুবাসিত শীতল হাওয়া, [২০০৯], ৩৬. আগুন নদীতে সাঁতার, [২০০৯], ৩৭. অবাক করা আলোর পরশ [২০০৫], ৩৮. ছোটদের বিশ্বনবী, [২০০৯]।

জীবনীগ্রন্থ

৩৯. হাজী শরীয়তুল্লাহ, [১৯৯৫], ৪০. সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর, [১৯৯৯], ৪১. মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, [২০০২], ৪২. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ [২০০৪], ৪৩. অনিঃশেষ নজরুল [যন্ত্রস্থ], ৪৪. কবি ফররুখ আহমদ [যন্ত্রস্থ]।

কিশোর উপন্যাস

৪৫. বিপ্লবের ঘোড়া [১৯৯৪], ৪৬. সাগর ভাঙার দিন [২০০৩], ৪৭. ঝিমায় যখন ঝিকরগাছা [২০০৩], ৪৮. কিশোর উপন্যাসসমগ্র-১ [২০০৮]।

কিশোর গল্প

৪৯. কিশোর গল্পসমগ্র [২০০৮]।

www.pathagar.com

সম্পাদিত গ্রন্থ

৫০. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান [১৯৯৮]।

সম্পাদনা

৫১. কিশোরকণ্ঠ উপন্যাসসমগ্র [২০০০], ৫২. কিশোরকণ্ঠ গল্পসমগ্র [২০০১], ৫৩. সাহিত্য সংস্কৃতি [২০০৩], ৫৪. সাহিত্য সংস্কৃতি [২০০৪], ৫৫. সাহিত্য সংস্কৃতি [২০০৫], ৫৬. শ্রেষ্ঠ কিশোর কবিতা [যন্ত্রস্থ], ৫৭. মুখোমুখি [সাক্ষাৎকারমালা গ্রন্থ], ৫৮. সাহিত্য সংস্কৃতি ঃ সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৩], ৫৯. সাহিত্য সংস্কৃতি ঃ সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৪], ৬০. সাহিত্য সংস্কৃতি ঃ সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৫], ৬১. সাহিত্য সংস্কৃতি ঃ সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৬], ৬২. সাহিত্য সংস্কৃতি ঃ সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৭], ৬৩. সাহিত্য সংস্কৃতি ঃ সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৮], ৬৪. সাহিত্য সংস্কৃতি ঃ সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০০৯], ৬৫. সাহিত্য সংস্কৃতি ঃ সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০১০], ৬৬. সাহিত্য সংস্কৃতি ঃ সীরাতুন্নবী স্মারকগ্রন্থ [২০১১], ৬৭. সেমিনার স্মারকগ্রন্থ [২০০৫], ৬৮. সেমিনার স্মারকগ্রন্থ [২০০৬], ৬৯. সেমিনার স্মারকগ্রন্থ [২০০৭], ৭০. সেমিনার স্মারকগ্রন্থ [২০০৮], ৭১. সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন [২০০৯], ৭২. সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন [২০১০], ৭৩. সাহিত্য সেমিনার স্মারকগ্রন্থ [২০০৭], ৭৪. সাহিত্য সেমিনার স্মারকগ্রন্থ [২০০৮]।

কর্মজীবন

১. সহকারী সম্পাদক, সাহিত্য সম্পাদক, নবীনের মাহফিলের পরিচালক, সাপ্তাহিক মুজাহিদ, যশোর [১৯৭৮-১৯৮৫]।
২. সহকারী সম্পাদক, ১৯৮৫-ডিসেম্বর, দৈনিক স্ফুলিঙ্গ, যশোর।
৩. ইন্সট্রাক্টর, বাংলা বিভাগ, বাদশাহ ফয়সাল ইসলামী ইনস্টিটিউট, যশোর [১৯৭৮-১৯৮৫]।
৮. দাবানল ও প্রস্তুতি সম্পাদনা, ১৯৮৪, যশোর।
৫. সম্পাদক, মাসিক আল-ইত্তেহাদ, ঢাকা, ১৯৮৬।
৬. সম্পাদক, মাসিক উম্মাহ ডাইজেস্ট, ঢাকা, ১৯৮৬-১৯৮৭।
৭. সহকারী ব্যবস্থাপক, কর্পোরেট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ ১৯৮৭-১৯৯০।
৮. সম্পাদক, সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ঢাকা; ১৯৯১-১৯৯২।
৯. ব্যবস্থাপক, মাসিক পৃথিবী ১৯৯২-২০০৪।
১০. উপসম্পাদকীয় কলাম লেখা, [আবু জিবরান ছদ্মনামে], দৈনিক সংগ্রাম, ১৯৯৩-১৯৯৪।

www.pathagar.com

১১. পালাবদলের হাওয়া–সাহিত্য কলাম লেখা, [কায়েস মাহমুদ ছদ্মনামে], দৈনিক সংগ্রাম সাহিত্য বিভাগ; ১৯৯৩-২০০৩।
১২. উপদেষ্টা সম্পাদক, মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ ১৯৯০-২০০৮।
১৩. সম্পাদক, মাসিক নতুন কলম ২০০৫ থেকে–
১৪. সম্পাদক, মাসিক নতুন কিশোরকণ্ঠ ২০০৯ থেকে–
১৫. উপদেষ্টা সম্পাদক, আবহ ২০০৭ থেকে–

সাহিত্য সংস্কৃতি ও এসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা

১. জীবন সদস্য ঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২. প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ঃ আধুনিক কবিতা পরিষদ, ঢাকা।
৩. উপদেষ্টা ঃ কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
৪. প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ঃ ফররুখ সংসদ, যশোর।
৫. সদস্য ঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা।
৬. সদস্য ঃ ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা।
৭. সদস্য ঃ ঢাকা সাহিত্য সমাজ।
৮. পরিচালক ঃ নতুন কলম সাহিত্য সভা [প্রতিমাসে]।
৯. পরিচালক ঃ বিআইসির সেমিনার বিভাগ [প্রতিমাসে]।

পুরস্কার ও সম্মাননা

১. কেশবপুর [যশোর] অববাহিকা সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক সম্বর্ধনা [১৯৮৬]।
২. বাংলাদেশ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক সাহিত্য পুরস্কার [১৯৯৭]।
৩. কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক সাহিত্য পুরস্কার [১৯৯৭]।
৪. কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার [২০০৩]।
৫. ছড়ার ডাক সাহিত্য পদক [২০০৪]।
৬. জাগরণী সাহিত্য পদক [২০০৪]।
৭. মৃত্তিকা পদক [২০০৮]।
৮. বাসাপ পদক [২০০৯]।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রফিক রইচ

কবি, গীতিকার, নাট্যকার ও গবেষক। সনদ নামঃ ড. মো. রফিকুল ইসলাম, পিতা ডা. মো. রইচ উদ্দিন সরকার, মাতাঃ ছুরাতন্নেছা রইচ, জন্মঃ ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত ভেকা গ্রামে। বর্তমান স্থায়ী নিবাসঃ একই জেলার উল্লাপাড়া থানার অন্তর্গত বালসাবাড়ী। শিক্ষাঃ বি.এস-সি (সম্মান), এম.এস-সি, "আপেল শামুকের বাস্তুতত্ত্ব ও বাণিজ্যিক চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন"- এর উপর পি-এইচ.ডি.। জাতীয় জার্ণালে গবেষণা প্রবন্ধঃ ১০টি, অন্যান্য নিবন্ধঃ ২৫ টি, প্রকাশিত গ্রন্থঃ বিজ্ঞান গ্রন্থঃ ১. আপেল শামুকের বাণিজ্যিক চাষ ২. প্রাণী শুক্রাণু এবং পরিবেশ দূষণ (যৌথ) (Animal Spermatozoa and Environmental Pollution-1)। ৩. মাছ চাষের সাতকাহন।

কাব্যঃ ৪. আমি যুবক, ৫. ত্রয়ী, ৬. মালঞ্চর মাছরাঙাকে জানতে চাই না-তো আর, ৭. কাব্য বিলাস। প্রবন্ধ গ্রন্থঃ ৮. মোশাররফ হোসেন খানের কবিতাঃ বিবিধ অনুষঙ্গ (যৌথ-২০১১), ছড়াঃ ৯. পদ্মাপাড়ের ছড়া (যৌথ), ১০. ছড়ামাইট (যৌথ), ১১. জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ছড়া। ১২. কাঁটাতার (যৌথ), উপন্যাসঃ ১৩. অনুভবে ভ্রান্তি। সম্পাদিত গ্রন্থঃ ১৪. অভ্যুদয়, ১৫. বৃত্তে বৃত্তে বেদনা, ১৬. ভালোবাসার নীলকষ্ট। ফোক গানের অডিও এ্যালবামঃ "বিদেশে না যাইও রে বন্ধু" (লিরিক্স যৌথ-২০১১) সম্পাদিত পত্র পত্রিকাঃ শতাধিক। সেমিনারে যোগদানঃ ২৫টি। পেশাঃ টেকনিক্যাল অফিসার, প্রতিষ্ঠাতাঃ বালসাবাড়ী প্রাণী জাদুঘর ও বালসাবাড়ী পোস্ট অফিস। গীতিকার ও নাট্যকারঃ বাংলাদেশ বেতার। স্ত্রী নূসরত জাহান সুখী, একমাত্র ছেলে ইবনুল আদিব ওহী।

পুরস্কার ঃ সৃষ্টিশীল লেখকসংঘ সম্মাননা-২০১১।

এ কে আজাদ

সনদ পত্রীয় নাম ঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ। মা- উম্মে কুলসুম, বাবা- ইয়াকুব আলী, জন্ম- ২৮ নভেম্বর, ১৯৭৮।

জন্মস্থান ঃ নাটোর জেলার সিংড়া থানাধীন ১ নং শুকাস ইউনিয়নের ধাপকুড়াইল (কুড়িপাকিয়া) গ্রাম।

শিক্ষা ঃ ইংরেজী সাহিত্যে বি.এ. (অনার্স), এম.এ।

পেশা ঃ ব্যাংকার। **নেশা ঃ** লেখালেখি - কবিতা, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

প্রকাশিত সাহিত্য কর্ম ঃ মায়ের আঁচল গায়ের ছায়া (কিশোর কাব্য-২০০৯), মৃত্যু তোমাকেই বলছি (কবিতা-২০১০), তুই কি আমার দুঃখ হবি (কবিতা-২০১০), দমের ঘুড়ি [ফোক গানের অডিও এ্যালবাম (লিরিক্স)-২০১০], ছড়ামাইট (ছড়া-২০১১, যৌথ), হৃদয় আমার বাঁশের বাঁশি (গীতি কাব্য-২০১১), মাটির ঘর [ইসলামী গানের অডিও এ্যালবাম (লিরিক্স)-২০১১], ইষ্টি ছড়া মিষ্টি ছড়া (২০১১), মুক্তিযুদ্ধের ছড়া (২০১১), বিদেশে না যাইও রে বন্ধু (ফোক গান-লিরিক্স-২০১১)।

পুরস্কার ঃ রকি সাহিত্য পুরস্কার-২০১০, সৃষ্টিশীল লেখকসংঘ সম্মাননা-২০১১।

পারিবারিক জীবন ঃ ২০০২ সালের ২৩ আগষ্ট বিয়ে করেন নুর-ই-জান্নাত বিপাকে। এক মেয়ে কুররাতুল আইন জিশান (০৩-০৩-২০০৪) এবং এক ছেলে হাসানুল আজাদ আল্‌ক্বারীব (১৪-০৭-২০০৭)।

ফোনঃ ০১৯১১-৬২১৮৩২, ০১৭১৪-৫১৩৫০৪;
E-mail: akazadbogra@yahoo.com

মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা
বিবিধ অনুষঙ্গ
রফিক রইচ, এ কে আজাদ
সৃষ্টিপ্রকাশন, সৃ-২/প্র-২